NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

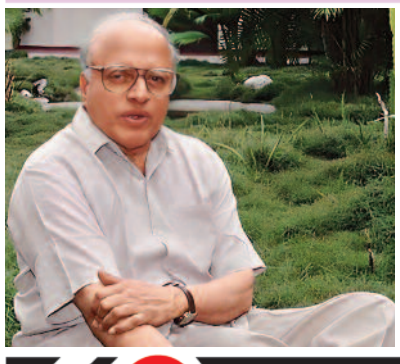

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক জিনতত্ত্ববিদ এম এস স্বামীনাথনের অবদান

চোট ভাবনা দূরে সরিয়ে হানঝাউতে সোনায় নজর নীরজ চোপড়ার ৮

কলকাতা ১ অক্টোবর ২০২৩ ১৩ আশ্বিন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১১২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 1.10.2023, Vol.17, Issue No. 112, 8 Pages, Price 3.00

দুই পড়ুয়া খুন নিয়ে অগ্নিগর্ভ মণিপুর

ইম্ফল, ৩০ সেপ্টেম্বর: দুই পড়ুয়ার অপহরণ এবং নৃশংস খুনের ঘটনায় জনবিক্ষোভের জেরে শুক্রবার নতুন করে অশান্তি ছড়াল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে। ইম্ফল পূর্ব জেলার খুরাই সাজোর লেইকাই এলাকায় স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী এল সুসিন্দ্রোর বাসভবন তছনছ করল উত্তেজিত জনতা। দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষ হয়েছে ইম্ফলের বিভিন্ন এলাকায়। গুজব ঠেকাতে মঙ্গলবার থেকে সে রাজ্যের বিজেপি সরকার ইন্টারনেট পরিষেবার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। বুধবার ঘোষণা করা হয়েছে, কুকি অধ্যুষিত পাহাড়ি অঞ্চলে আগামী ছ'মাসের জন্য বলবৎ থাকবে 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' ('আর্মড ফোর্সেস স্পেশক্রাল পাওয়ার অ্যাক্ট' বা আফস্পা)। কিন্তু তাতে ফল মেলেনি। মেইতেই ছাত্র-যুব সংগঠনগুলির বিক্ষোভে ফের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। চলতি সপ্তাহে পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে শতাধিক বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই থৌবলে জেলা বিজেপি দপ্তর এবং ইম্ফলে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পৈতৃক বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা।

খবরের কাগজে মোড়া খাবার নিষিদ্ধ

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: খবরের কাগজে খাবার বিক্রি বন্ধের নির্দেশিকা দিল সরকার। খবরের কাগজে ব্যবহৃত কালিতে কিছু রাসায়নিক রয়েছে, যা বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। খবরের কাগজে ব্যবহার করা কালিতে থাকে একাধিক বায়ো-অ্যাকটিভ পদার্থ। যা খবরের কাগজে মুড়ে রাখা বা ঠোঙায় রাখা খাবারে সহজেই সংক্রমিত হয় ও শরীরের উপর বিষাক্ত প্রভাব ফেলে। আবার এই কালিতে যে 'সলভেন্ট' ব্যবহার করা হয় যা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। এফএসএসআই প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, খবরের কাগজের ঠোঙায় খাবার রাখা খুবই অস্বাস্থ্যকর। পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর ভাবে রান্না করা হলেও খবরের কাগজে মুড়ে রাখলে খাবার থেকে বিষক্রিয়া হতে পারে।

জব কার্ড হোল্ডারদের নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা

ক্ষমতা থাকলে আন্দোলন আটকে দেখাক: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার রেলের তরফে বিশেষ ট্রেন বাতিলের ঘোষণার পর ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপর শনিবার ফেসবুক লাইভে এসে দলীয় কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধির নয়া স্ট্র্যাটেজি নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পাশাপাশি, বাংলার বিরোধী দলের কর্মীদের উদ্দেশেও বার্তা দেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। একই সঙ্গে ২ ও ৩ অক্টোবর দিল্লির কর্মসূচি রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরে লাইভ সম্প্রচার করার জন্যও দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিতে দেখা যায় অভিষেককে।

দলীয় সূত্রে খবর, মোট ৫০টি বাস নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে দলের জনপ্রতিনিধি এবং একশো দিনের 'জব কার্ড হোল্ডার'দের দিল্লি নিয়ে রওনা হয়েছে। নেতাজি ইন্ডোর থেকে শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রথম বাসটি দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, এই সফরের সম্ভাব্য পথ আসানসোল, ধানবাদ, বারাণসী এবং আগ্রা হয়ে দিল্লি। ফলে সড়কপথের এই দীর্ঘ সফরে বাসযাত্রীদের সব রকম সুযোগ সুবিধার কথা মাথায় রাখা হয়েছে। এই বিশাল দূরত্বের পথ যাতায়াতে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

শনিবার ফেসবুক লাইভে এসে অভিষেক বলেন, 'বাংলার প্রাপ্য আদায়ের জন্য তৃণমূলের তরফে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বাংলার মানুষের দাবি আদায়ের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানুষকে কথা দিলে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলার মানুষকে বলব দৃঢ় মনোভাব রাখুন। অন্য দলের কর্মীদেরও আমি বলতে চাই, এটা শুধু তৃণমূলের কর্মসূচি নয়। এটা মানুষের কর্মসূচি। আমি সব স্তরের মানুষের কাছে বলতে চাই, যদি বিবেক, মানসিকতা ও মনুষত্ব থাকে তবে মানুষের জন্য রাস্তায় নামুন। মানুষের হাত শক্তিশালী করুন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্তিশালী করতে হবে না। মানুষের হাত শক্ত করুন।'

অভিষেকের বক্তব্য, 'আমরা ২ তারিখ, ৩ তারিখ যে আন্দোলন করব বলেছিলাম, করব। কারও ক্ষমতা থাকলে আন্দোলন আটকে দেখাক। আর বাংলার একটা মানুষের গায়ে যদি হাত পড়ে দিল্লিতে, একটা আঁচড় যদি পড়ে শ্রমিক কৃষকের উপর। মারলে আমাদের মারবেন, আমাদের সাংসদ-বিধায়কদের গায়ে হাত দেবেন। একটা গরিব মানুষের গায়ে যদি হাত পড়ে ইট কা জবাব পাথর সে কীভাবে দিতে হয় সেটা গণতান্ত্রিকভাবে আগামীদিনে মানুষ দেখিয়ে দেবে।'

এখানেই শেষ নয়, এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গত ১৬ তারিখ তাঁরা কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের দপ্তরে চিঠি পাঠান। মূলত ৩ তারিখ তৃণমূলের সাংসদদের প্রতিনিধি দল বৈঠক করতে চেয়েছিল মন্ত্রীর সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে অভিষেক জানান, 'গতরাতে উত্তর এসেছে। বলছেন উনি ব্যস্ত, থাকবেন না। আমরা বলেছি ঠিক আছে ধরে নিলাম আপনি ব্যস্ত। আপনার প্রতিমন্ত্রীকে বৈঠক করতে হবে। জবাব আপনাকে দিতেই হবে, টাকা আপনাকে ছাড়তে হবে।'

বারবার বিজেপি এই ১০০ দিনের কাজ, আবাসের রেশ ধরে অভিষেকের প্রশ্ন, 'বিজেপি বলে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি হয়েছে। তাহলে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। ২ হাজার লোক দুর্নীতি করলে আড়াই কোটি মানুষের টাকা আটকে রাখবেন? এটা কেমন বিচার? এত ভয় কীসের?' এরই রেশ ধরে অভিষেক জানান, ২০২১ সালের পর প্রতিটা ভোটে বিজেপিকে মানুষ ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই রাগেই এভাবে বাংলার টাকা আটকে বাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

এদিনের এই ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই দু'দিনের কর্মসূচি কী তাও শনিবার জানিয়ে দেন অভিষেক। জানান, 'ফাইট ফর রাইট' নাম দেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচির। অভিষেক বলেন, 'বাংলার মানুষ তাঁদের অধিকার পাবে, আমি কথা দিচ্ছি।' এই দু'দিন দিল্লিতে কী কী কর্মসূচি হবে, আর বাংলাতেই বা কী করবেন নেতারা তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '২ তারিখ আমরা ঘণ্টা দু'য়েক শান্তিপূর্ণভাবে রাজঘাটে বসব। রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, সাংসদরা থাকবেন সেখানে। আমরা যখন রাজঘাটে বসব, পঞ্চায়েতের প্রধানরা গান্ধিজীর মূর্তিতে মাল্যদান করবেন, শ্রদ্ধা জানাবেন। পারলে একটা মোমবাতি জ্বালাবেন। বিকেলে চাইলে শান্তিপূর্ণভাবে মোমবাতি মিছিলও করতে পারেন।' বাংলার মানুষের প্রতি সমর্থন জানাতে এই মিছিল বলেই জানান অভিষেক। এরপর ৩ তারিখ দিল্লির যন্তর মন্তরে একত্রিত হয়ে একটি সভা করবেন তাঁরা। সকাল ১১টায় এই কর্মসূচি হবে। তা বাংলার প্রতিটা পঞ্চায়েত এলাকায় সরাসরি দেখানো হবে। পঞ্চায়েত প্রধান বা অঞ্চল সভাপতিরা তার দায়িত্বে থাকবেন।

এই প্রসঙ্গে অভিষেক জানান, '৩ তারিখ প্রতিবাদ সভা করব যন্তর মন্তরে। আমরা রামলীলা ময়দান চেয়েছিলাম ১ লক্ষ মানুষ যাতে থাকতে পারেন, চারদিনের জন্য চেয়েছিলাম দেয়নি। যেখানে অবস্থান বিক্ষোভ করতে চেয়েছি অনুমতি দেয়নি। তবে প্রতিবাদ সভা হবে। আগামীদিন এই লড়াইয়ের দিক নির্দেশিকা দিল্লির মাটি থেকেই ঘোষণা করব।'

ভোটের মুখে ৬ দিনে ৪ রাজ্যে ৮ সভা মোদির

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: ২০২৪ লোকসভার আগে শেষ বিধানসভা নির্বাচন। চলতি বছরের শেষে যে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে সেটা লোকসভার সেমিফাইনাল। বিজেপির জন্য কোথাও ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের লড়াই, কোথাও সরকার পরিবর্তনের লড়াই। বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই যে বিজেপির মুখ, সেটা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে বিজেপি। এবার প্রধানমন্ত্রী পুরোপুরি নেমে গেলেন প্রচারের কাজে। আগামী ৬ দিনে দেশের ৪ রাজ্যে ৮টি আলাদা আলাদা কর্মসূচিতে অংশ নেবেন মোদি। সে তেলঙ্গানার জনসভা হোক বা ছত্তিশগড়ের শোভাযাত্রা। আগামী ৬ দিন মোদি কার্যত যন্ত্রের মতো রাজ্যে রাজ্যে ঘুরবেন। শনিবার থেকেই শুরু হচ্ছে দেশের চার ভোটমুখী রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর মেগা নির্বাচনী সফর। চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। শনিবার ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে 'পরিবর্তন যাত্রা'র পর কলেজ গ্রাউন্ডে 'পরিবর্তন মহাসঙ্কল্প' সভায় বক্তৃতা করেন মোদি। রবিবার তেলঙ্গানার মেহবুবনগরে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি হায়দরবাদে সভা করবেন তিনি। ২ অক্টোবর মোদি যাবেন বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে। গোয়ালিয়রে একটি সভা করার পর চলে যাবেন কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানে। সেদিনই চিতৌরগড়ে প্রচার কর্মসূচি আছে প্রধানমন্ত্রীর। আসলে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলঙ্গানা চার রাজ্যেই বিজেপি এবার কঠিন লড়াইয়ের মুখে। ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে কংগ্রেস ক্ষমতায়। মধ্যপ্রদেশে আবার দীর্ঘ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে বিজেপিকে। আবার তেলঙ্গানায় মূল লড়াই কংগ্রেস এবং বিআরএসের। তবে বিজেপি সেরাজ্যে ভাল ফল করবে বলে আশা প্রধানমন্ত্রীর।

'আর একটাও মৃত্যু নয়'

ডেঙ্গু সংক্রমণ নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ডেঙ্গুতে আর কোনও মৃত্যু নয়।' মুখ্যসচিবের বৈঠকে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, শুধু স্বাস্থ্য নয়, সকল দপ্তরকেই সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কাজে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'আরও বেশ কিছু দিন বৃষ্টি চলবে। তাই সতর্ক থাকতে হবে সব জেলাকে। বিশেষ করে উপকূলীয় জেলাগুলোতে। ডেঙ্গু নিধনে ভালো কাজ হচ্ছে। তবে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আমার পায়ে একটা সমস্যা হয়েছে। তাই বেরতে পারছি না। তবে সব কিছুই দেখা হচ্ছে। সমস্ত বিষয় আমি দেখছি। মুখ্যসচিবও দেখছেন। ফিরহাদ হাকিম নগরোন্নয়ন-সহ পুরো বিষয়টি দেখছেন।'

রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার জেলাশাসক, সিএমওএইচদের নিয়ে নবান্নে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব ও স্বাস্থ্যসচিব। বৈঠক চলাকালীন ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, পুজোর আগেই রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যসচিব পুর ও নগরোন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, ১০ অক্টোবরের মধ্যে ১২৮টি পুরসভার কাউন্সিলরদের ডেঙ্গু নিয়ে ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে অন্তত দুটি করে বৈঠক করতে হবে। সচেতনতার কর্মসূচি নিতে হবে। সেগুলি পুরপ্রধানকে জানাবেন কাউন্সিলর। পুরসভার পক্ষ থেকে তা জেলাশাসক এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানাতে হবে। সেই অনুযায়ী আগামীর রূপরেখা ঠিক হবে। প্রত্যেক পুরসভাকে ফিভার ক্লিনিক চালু করতে হবে। পুর হাসপাতালে ১০টি করে শয্যা বরাদ্দ রাখতে হবে ডেঙ্গু আক্রান্তদের জন্য। ২৪ ঘণ্টা রক্তপরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর রাজভবনে শপথ ধূপগুড়ির বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর শপথ নিলেন ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। শনিবার রাজভবনে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। বিধানসভার বদলে রাজভবনে কোনও বিধায়কের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান নজিরবিহীন বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। নজিরবিহীন ভাবে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বা পরিষদীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না। শুধুমাত্র সরকারপক্ষের উপ মুখ্য সচেতক তাপস রায় রাজভবনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভোটে জেতার ২২ দিন পর শপথ গ্রহণ করলেন নির্মলচন্দ্র রায়। এদিন বিধায়ক তাপস রায় নির্মলচন্দ্র রায়কে রাজভবনে নিয়ে আসেন। ইংরাজিতে শপথবাক্য পাঠ করেন ধূপগুড়ির অধ্যাপক-বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। তাঁর শপথ অনুষ্ঠানে ছিলেন স্ত্রী ও দুই কন্যা। রাজ্যপালকে তিনি উপহার দেন রাজবংশী গামছা। গত ৮ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি উপভোটের ফল ঘোষণা হয়। ৩০ তারিখ শপথ নিলেন বিধায়ক। এই শপথ নিয়ে প্রথম থেকেই শুরু হয় টানাপোড়েন। এর আগে গত শনিবার ২৩ তারিখ বিধায়কের শপথপাঠের কথা ছিল রাজভবনে। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাপস রায় বলেন, ধূপগুড়ির মানুষ এতদিন প্রাপ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এবার তারা সেই পরিষেবা পাবেন। আনন্দের খবর।

নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, দলের নির্দেশ মতো তিনি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবেন। তবে অধ্যক্ষ-সহ সকলে উপস্থিত থাকলে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আরও সর্বাঙ্গ সুন্দর হতো। পিছিয়ে পড়া শ্রেণির বিধায়কের রাজভবনে শপথ গ্রহণের দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে এবার থেকে এই দিনটিকে আত্মসম্মান দিবস হিসাবে পালন করা হবে। কলকাতা রাজভবনে এদিন ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শেষে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস একথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, এই দিনে তপসিলি জাতি উপজাতির মানুষের কল্যাণে কাজ করা সেরা প্রতিষ্ঠানকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের নামাঙ্কিত পুরস্কার দেওয়ার কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। যার পুরস্কার মূল্য এক লক্ষ টাকা। এদিকে রাজভবনে সরকারের নজরদারির সাম্প্রতিক অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যে হিংসা বা ভায়োলেন্স চলছে আর রাজভবনের ভিতরে চলছে বাই লেন্স নজরদারি।

নিম্নচাপের বৃষ্টিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত বাংলায় দুর্যোগ

ছয় জেলায় জারি কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। তার প্রভাবেই জেলায় জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টির দাপট। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শুক্রবার রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। শনিবার সকালে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে বেশ কয়েকটি এলাকায়। সকাল থেকে কলকাতার আকাশের মুখও ভার। কোথাও ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কোথাও ঝমঝমিয়ে চলছে বর্ষণ। বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন এলাকায় জলও জমে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলছে। আগামী চার দিন উত্তরের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস।

বৃষ্টির প্রাবল্যের পূর্বাভাস দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের চারটি এবং উত্তরবঙ্গের দু'টি জেলায় আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর কমলা সতর্কতা জারি করেছে। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, হুগলির কোদালিয়া এবং মগরা-ত্রিবেণী এলাকায় শনিবার আচমকা ঘূর্ণিঝড় হয়। গঙ্গার উপরে পাক খেতে দেখা যায় ধুলোর রাশিকে। ত্রিবেণী শ্মশান ঘাটের চাল উড়ে গিয়েছে ঝড়ের ধাক্কায়। আরও বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষের ক্ষেতেও বিস্তর ক্ষতি হয়েছে।

দার্জিলিঙের পাহাড় এবং সমতলে শনিবার ভোররাত থেকেই বৃষ্টি চলছে। কোথাও হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজছে পাহাড়। আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টির দাপট বৃদ্ধি পেতে পারে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত সুস্পষ্ট নিম্নচাপের আকার নিয়েছে। সেটি ক্রমশ ওড়িশা এবং বাংলার উপকূলের দিকে অগ্রসর হবে। এর ফলে সাগরের উপরে ঘণ্টায় ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের আগামী কয়েক দিন সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

ভারী বৃষ্টি পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। রাজ্য সরকার দুই চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের মত জেলা প্রশাসনকে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন সব জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক, বিডিওদের সঙ্গে ভার্চুয়াল পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে দুর্বল নদীবাঁধগুলির উপরে নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি সেখানে বসবাসকারী মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, রাজ্যে ভারী বৃষ্টি পরিস্থিতি নিয়ে এদিনের বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘূর্ণাবর্তের জেরে বাংলা ভাসছে। একাধিক জেলা বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। কলকাতার বহু এলাকা জলমগ্ন। এমন অবস্থা মোকাবিলায় কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জেলাশাসকদের থেকে জানতে চান নেত্রী। তিনি বলেন, যদি কেউ নিজের কাজে গাফিলতি করেন, তবে অবিলম্বে তাঁকে সরিয়ে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নীচু এলাকার বসতি অবিলম্বে সরাতে হবে। প্রয়োজনে ত্রাণ শিবির খুলে ওই এলাকার মানুষদেরকে স্থানান্তরিত করতে হবে। শনি ও রবিবার যাতে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষ দুর্যোগে যাতে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন পরিস্থিতিতে না পড়েন সেদিকে খেয়াল রাখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, শনিবারই ভারী বর্ষণে বাঁকুড়ায় দেওয়াল চাপা পড়ে একই পরিবারের তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সেই নিয়ে বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যসচিব।

একশো দিনের প্রকল্পের বিকল্প কর্মসংস্থানের হিসেব পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজের প্রকল্পে প্রাপ্য বকেয়া নিয়ে দলীয় এবং সরকারি স্তরে প্রতিবাদ আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। একই সঙ্গে একশো দিনের কাজের বঞ্চিত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। ওই প্রকল্পের প্রাপ্য বকেয়ার দাবিতে দিল্লিতে দলের কর্মসূচির আগে রাজ্য সরকারের তরফে ১০০ দিনের প্রকল্পে তৈরি করা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগের হিসেব পেশ করা হলো।

সেই হিসেবে বলা হয়েছে রাজ্যের মোট ৫৫টি দপ্তর ১০০ দিনের প্রকল্পে শ্রমিকদের কাজ দিয়েছে। ২২টি জেলাতেই এই প্রকল্পের কাজ হয়েছে। ৩৫ ধরনের কাজে ১০০ দিনের প্রকল্পের শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের হিসেব, সব মিলিয়ে ২৮ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৫ হাজারের কিছু বেশি কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। প্রকল্পগুলিতে কাজ পেয়েছেন ৭৬ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক। মজুরি বাবদ খরচ হয়েছে ৬ হাজার ২৮৭ কোটি টাকা।

টাকা খরচের হিসেবে তালিকায় সবথেকে উপরে নাম রয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের। এই দপ্তর ২৩৭৭টি প্রকল্পে ১৮ হাজার ৩২৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। তার মধ্যে মজুরি বাবদ খরচ করা হয়েছে ২২৩২ কোটি টাকা। এর পরেই রয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। তাদের প্রকল্প সংখ্যা বেশি। মোট ৩২ হাজার ৪৪৭টি প্রকল্পে ৫৩৪৬ কোটি টাকা খরচ করেছে তারা।

মজুরি খাতে খরচ ১৬৪২ কোটি টাকা। সেচ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তর মজুরি খাতে যথাক্রমে ১৫০ কোটি এবং ২৬৬ কোটি টাকা খরচ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই প্রকল্পগুলিতে ১০০ দিনের কাজে যে সব শ্রমিকদের মজুরি মেটানো যায়নি, তাঁদেরই কাজ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৩ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৬৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Subal Chandra Das (old name) S/o. Bhuban Das at Chandanpur, Debanandapur, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Subal Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Subal Chandra Das & Subal Das S/o. Bhuban Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫১৭৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Kousik Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kanailal Chakraborty ও K. L. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

NOTICE

I, JITENDRA CHOUDHARY S/O Rajendra Choudhary residing at South Dunbar Road, P.O. - Garulia, P.S. - Noapara, Dist - North 24 Parganas, WB hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate at Barrackpore dated 05.04.2022 that my actual and correct date of birth is 15/02/1985 and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but inadvertently my date of birth was recorded as 01/07/1989 in my Jute Mill service records such as EB No., ESI, EPF etc in The Hooghly Mills Co. Ltd unit Weaverly Jute Mill, Shaymanagar, my actual and correct date of birth is to be inserted in the records.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

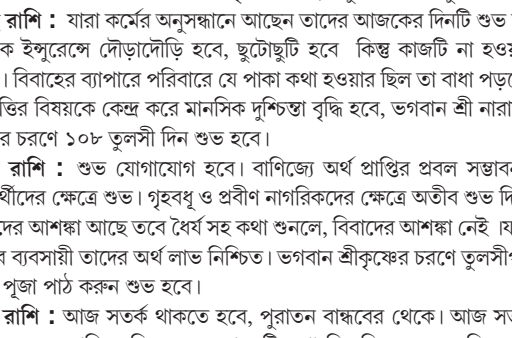

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা অক্টোবর। ১৩ই আশ্বিন, রবিবার। দ্বিতীয়া তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাণিজ্যে ধন লাভ নিশ্চিত ।বাণিজ্যের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন বা যন্ত্রাংশ বিক্রির ব্যবসা করেন তাদের শুভ ।যারা প্রশাসনিক কর্মে রয়েছেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী সহ সুন্দর অবস্থান । ভগবান শ্রী গনেশ জী চরণে দুর্বা দিন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : যারা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য এবং বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ ।প্রেমিক যুগল, অতীব শুভ দিন, ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যারা লেখালেখি করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহায়তা লাভ ।প্রবীন নাগরিকের শরীর সুস্থতার দিকে । মহাশক্তি মা কলী মন্ত্র উচ্চারণ শুভ।

মিথুন রাশি : নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। বিক্রয় প্রতিনিধিদের দিনটি শুভ যাবে ।পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। তৃতীয় ব্যক্তির সাথে যে বিবাদ ছিল আজ তা মিটে যাবে। সন্ধ্যার পর কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই ভালো। আজ নতুন এক সম্ভাবনাময় দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।ভগবান শিবের চরণে বেলপাতা প্রদান।

কর্কট রাশি : পুরাতন বন্ধু বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। পরিবারের সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ ছিল, তা সমস্যা সমাধানের দিকে যাবে। কোন আইনের লড়াইয়ে আপনি প্রবীণ মানুষের সহায়তা পাবেন ।সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি যোগ ।যদি ইমারতীর দ্রব্য বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তবে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন

সিংহ রাশি : যারা কর্মের অনুসন্ধানে আছেন তাদের আজকের দিনটি শুভ নয় ।ব্যাংক ইন্সুরেন্সে দৌড়াদৌড়ি হবে, ছুটোছুটি হবে কিন্তু কাজটি না হওয়ার যোগ। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে যে পাকা কথা হওয়ার ছিল তা বাধা পড়বে। সম্পত্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে, ভগবান শ্রী নারায়ন দেবের চরণে ১০৮ তুলসী দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শুভ যোগাযোগ হবে। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ। গৃহবধূ ও প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে অতীব শুভ দিন। বিবাদের আশঙ্কা আছে তবে ধৈর্য সহ কথা শুনলে, বিবাদের আশঙ্কা নেই ।যারা বস্ত্রের ব্যবসায়ী তাদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসীপত্র দিয়ে পূজা পাঠ করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে, পুরাতন বান্ধবের থেকে। আজ সতর্ক থাকতে হবে, বাণিজ্য বিষয়ে। যে মানুষটি কথা দিয়েছিলেন নতুন কিছু শুরু করার সেই বিষয় কোন বাধা পড়বে। কোন কিছু না পড়ে সই করা যাবে না। বিদ্যার্থীরা ধৈর্য ধরো, শুভ দিন আসন্ন। যারা ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসা করেন, তাদের ধৈর্য ধরা শুভ। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে দূর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। প্রবীণ দ্বারা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি প্রবল সম্ভাবনা। যারা বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা করেন, তাদের নতুন সুযোগ বৃদ্ধি ।যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা । মা দুর্গার চরণে নারিকেল প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : শুভদিন। যে বান্ধবের দ্বারা কাজটি হওয়ার কথা ছিল ,আজ তা সম্পূর্ণ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছোট ভাই বা পরিবারে কনিষ্ঠ স্বজন দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি তা পালন করার জন্য অর্থ প্রাপ্তি সম্ভাবনা। মা দুর্গার চরনে লাল পুষ্প দান করুন।

মকর রাশি : যারা গাড়ির যন্ত্রাংশ ব্যবসা করেন, তাদের শুভ দিন। যারা গাড়ি কেনা বেচা করেন তাদেরও শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ দিন ।বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সহায়তা লাভ অনাত্মীয় প্রতিবেশী দ্বারা সহায়তা লাভ। প্রতিদিন শনি মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : সামান্য তর্ক-বিতর্ক হবে। মানসিক ভাবে শক্তিশালী হলে এই বিতর্ক দানা বাঁধবে না। এক বান্ধবীর দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ আছে। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য প্রয়োজন। যারা খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের আজ রিস্ক না নেওয়া শুভ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : এগিয়ে চলুন, এক নতুন সংযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাড়ির সম্পত্তি ভূমি বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য শুভ দিন। সন্তানের কোন চাহিদা পূরণ করতে পারেন। ধৈর্য ধরুন আগামীতেও শুভ ফল পাবেন। ভগবান গনেশ জী চরণে দূর্বা দিন, হলুদ রঙের লাড্ডু প্রসাদ রূপে দিন ভালো হবে।

(ডাঃ নীলরতন সরকারের ভূমিষ্ঠ দিবস। আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস। বর্ষীয়ান নাগরিক দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

লুডো খেলতে গিয়ে প্রেম, প্রেমিকাকে পেতে স্ত্রীকে ডিভোর্স!

সব হারিয়ে শ্রীঘরে মহিষাদলের যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনলাইনে লুডো খেলতে গিয়ে আলাপ। সেই থেকে ঘনিষ্ঠতা, যা গড়িয়েছিল শারীরিক সম্পর্কেও। শেষ পর্যন্ত প্রেমিকা বিয়ে না করায় ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন যুবক।

ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের মালুবসান গ্রামে। ধৃত যুবকের নাম স্বরূপ ঘান্টি। নিজের কাজের ফাঁকে অনলাইনে লুডো খেলেতে গিয়ে একশো কিলোমিটার দূরে পটাশপুরের অমর্ষি এলাকায় এক যুবতীর সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। বিবাহিত হলেও ওই যুবতীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে স্বরূপ। সেই থেকে দু'জনের মধ্যে মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। পটাশপুরের ওই যুবতী আগে বিবাহিত হলেও পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। গত তিন বছর ধরে দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

ওই যুবককে বিয়ে করার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে দাবি। সেই থেকে বিবাহিত ওই যুবকের নিজের সংসারে অশান্তি তৈরি হয়। পটাশপুরের যুবতীকে বিয়ে করার পরিকল্পনায় এ দিকে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আইনিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে মহিষাদলের যুবক স্বরূপ। যদিও এর পর ওই যুবক বিয়ে করতে চাইলে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন প্রেমিকা। গোপনে ওই যুবতীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। এই খবর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অভিযুক্ত যুবক। প্রতিশোধ নিতে যুবতীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় ওই যুবক।

এ দিকে যুবতীর নতুন সংসারে এই ঘটনা জানাজানি হতে ঝামেলা বাঁধে। ঘটনায় যুবতীর মা অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে পটাশপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তদন্ত নেমে বৃহস্পতিবার রাতে মহিষাদলের বাড়ি থেকে অভিযুক্ত যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় পুলিশের কাছে সমাজ মাধ্যমে ছবি ছড়ানোর কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত যুবক। আজ ধৃতকে কাঁথি আদালতে তোলা হয়।

'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানে অংশ নিলেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে 'আবর্জনা মুক্ত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে দেশ জুড়ে গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযান চলবে। গান্ধিজীর চিন্তাধারাকে সামনে রেখে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তরফে আয়োজিত 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযান কর্মসূচিতে শনিবার অংশ নিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। সেখানে ছিলেন ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও মমতা কানসে।

সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি সর্বদা সমাজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দিতেন। গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে দেশ জুড়ে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচি চলছে। গান্ধিজীর 'সমাজ সফেদ' রাখার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকেও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।' সাংসদের কথায়, পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন বাপুজি। তিনি মনে করতেন, শারীরিক সুস্থতা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও মমতা কানসে এদিন নাগরিকদের স্বচ্ছতা রাখার বার্তা দিলেন। তিনি বললেন, 'দেশকে স্বচ্ছতা রাখার শপথ সকলেই নিতে হবে।'

ডেঙ্গু মোকাবিলায় ৪০০ ক্লাবকে অনুদান হাওড়ায়, শুরু বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য চারশো ক্লাব পিছু সাড়ে তিন হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাওড়া পুর নিগম। এই খবর প্রক াসতেই শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক। শহর জুড়ে মিছিল, জঞ্জাল সাফাই অভিযান সহ একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রে জানান হয়েছে।

হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী জানান, 'এটা প্রথম হচ্ছে হাওড়াতে। আমরা চারটি বিধানসভা এলাকার সব ক্লাবকে অনুরোধ জানিয়েছি। চারশো ক্লাব এতে অংশ নিচ্ছে। প্রতি ক্লাব তিনটি করে ফ্লেক্স ছাপিয়ে ৮ অক্টোবর মিছিল সহ জঞ্জাল সাফাই কর্মসূচি করবে। এতে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে। শুধুমাত্র সরকারি নথিভুক্ত ক্লাবের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সাড়ে তিন হাজার টাকা পাঠানো হবে। তাদের থেকে খরচের হিসাবও নেওয়া হবে। এছাড়াও যারা দুর্গাপূজা করেন তারা পূজা মণ্ডপে এই ফ্লেক্স টাঙিয়ে রাখবে, এতেও জন সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।'

পুর নিগমের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শহরের ক্লাবগুলি। হাওড়া সেবা সংঘের সভাপতি রঞ্জন কুমার চোঙদার বলেন, 'বিনা আর্থিক সাহায্য ছাড়া কোনো ক্লাবকে এই উদ্যোগ নিতে বললে হয়তো সবাই করতো না । তাই যেহেতু টাকা দেওয়া হচ্ছে, কর্মসূচির ছবি সহ খ রচের হিসাব দিতে হবে তাই ফাঁকি দেওয়ার জায়গা নেই।'

পৌর নিগমের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, 'এটা মহৎ উদ্যোগ। এতে সকলের সাহায্য নিয়েই ডেঙ্গির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।'

যদিও পৌর নিগমের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রায়। তিনি বলেন, ' এটা হাওড়া পুর নিগমের ব্যর্থতার একটা উদাহরণ। প্রশাসক হাওড়ার চারশো ক্লাবকে টাকা দিচ্ছেন ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার জন্য। যেখানে ওনার কাছে হাজারের বেশি কর্মী আছেন যারা এই কাজে যুক্ত। আমি মনে করি উনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই জনসাধারণের করের টাকা নষ্ট করছেন। কয়েকদিন আগে শহরের যে বাসিন্দারা জল জমা, ডেঙ্গু নিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিলেন ওঁদের মুখ বন্ধ করার জন্যই এই ব্যবস্থা করছেন।'

গান্ধি জয়ন্তীতে কম সংখ্যায় মিলবে মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার গান্ধি জয়ন্তী। ছুটি প্রায় সব সেক্টরেই। ফলে অনেক কম মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সাধারণ দিনগুলিতে দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে ২৮৮টি মেট্রো পরিষেবা চালু থাকে। আগামী সোমবার তা কমে যাবে ২৩৪টি পরিষেবায়। আপ-ডাউন মিলিয়ে ২৩৪টি মেট্রো ছুটবে ওই দিনে। একইসঙ্গে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো লাইনেও অনেক কম মেট্রো চলাচল করবে। সাধারণ দিনগুলিতে যেখানে আপ-ডাউন মিলিয়ে ১০৬টি মেট্রো চলাচল করে সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ স্টেশনে, সেখানে ৯০টি মেট্রো চালানো হবে আগামী রবিবার। জোকা-তারাতলা রুটে কোনও মেট্রো চলবে না ওই দিন।

দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে আপ ও ডাউন উভয় দিকেই ১১৭টি করে মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে সারাদিনে। অন্যদিকে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো লাইনে আপ ও ডাউনে ৪৫টি করে মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। তবে প্রথম মেট্রো ও শেষ মেট্রোর সময়ের ক্ষেত্রে কোনও বদল হবে না। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ ও সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ উভয় রুটেই স্বাভাবিক সময়সূচি অনুসারে প্রথম মেট্রো ও শেষ মেট্রো চলবে।

দিনের প্রথম মেট্রো-
সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ (অপরিবর্তিত)
সকাল ৭ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (অপরিবর্তিত)
অন্যদিকে কবি সুভাষ থেকে প্রথম মেট্রো সকাল ৬ টা ৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম (অপরিবর্তিত)
৬টা ৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর (অপরিবর্তিত)
দিনের শেষ মেট্রো
রাত ৯ টা ২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (অপরিবর্তিত)
রাত ৯টা ৩০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (অপরিবর্তিত)
রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ (অপরিবর্তিত)
রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম (অপরিবর্তিত)

এদিকে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো লাইনেও শিয়ালদহ থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে এবং সেক্টর ফাইভ থেকে ছাড়বে সকাল ৭টায়। অন্যদিকে শেষ মেট্রো শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে এবং সেক্টর ফাইভ থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে।

তবে পার্পল লাইনে অর্থাৎ জোকা-তারাতলা লাইনে এদিন মেট্রো পরিষেবা মিলবে না বলেই জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রোর জনসংযোগকারী আধিকারিক কৌশিক মিত্র।

দু'টি মামলায় আদালতে হাজিরা লক্ষণ শেঠের, জানালেন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কাঁথিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে একজনের মৃত্যু এবং নন্দীগ্রামে অপহরণ করে খুন-সহ একাধিক মামলায় বিধাননগর এমপি এমএলএ কোর্টে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন বাম নেতা এবং বর্তমান কংগ্রেস নেতা লক্ষণ শেঠ। সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীও। আদালত সূত্রে খবর, ২০১০-এর ২২ সেপ্টেম্বর তৃণমূল ও সিপিএমের সংঘর্ষে কাঁথিতে তৃণমূল কর্মী নীলাদ্রি মাইতির মৃত্যু হয় গুলিবিদ্ধ হয়ে। এই ঘটনার এফআইআর-এ ৬২ জনের নাম ছিল। তবে লক্ষণ শেঠের নাম ছিল না। কিন্তু ২০১৭ সালে ওই মামলায় চার্জশিটে সিআইডি তদন্তে লক্ষণ শেঠের নাম ছিল। সঙ্গে ছিল আরও ৭৪ জনের নাম। এই ৭৪ জনের মধ্যে ৪২ জনকে ডিসচার্জ করে পুলিশ। ৩১ জন ট্রায়াল হয়। এদিকে লক্ষণ শেঠের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই ঘটনায় তাঁর ভূমিকা ছিল ষড়যন্ত্রকারীর। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ১২০বি ধারায় মামলাও হয়। এই মামলায় বিচারে শনিবার ৩১৩

সিআরপিসি অর্থাৎ সাক্ষীদের বয়ান অনুসারে বিচারক অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর কিছু বলার আছে কিনা। সেই মামলাতেই এদিন এমপি এমএলএ কোর্টে হাজিরা দেন লক্ষণ শেঠ।

অন্য দিকে, নন্দীগ্রামে ২০০৭ সালে ভূমি উচ্ছেদ কমিটির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলা রুজু হয়। তৃণমূল ও সিপিএমের সংঘর্ষের পর কয়েকজন নিখোঁজ হন। ওই মামলায় সাত জন নিখোঁজ ছিলেন। অপহরণ-সহ খুনের মামলা ছিল। তিনটি আলাদা মামলায় পরবর্তীতে এক সঙ্গে একটি মামলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর সেখানেও ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে (১২০বি) ভূমিকায় ছিলেন লক্ষণ শেঠ । একজন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টও ইস্যু হয়। এই মামলাতেও লক্ষণ শেঠের নাম চার্জশিটে থাকায় এই মামলাতেও হাজিরা দেন লক্ষণ শেঠ। তবে এদিনের ঘটনায় লক্ষণ শেঠ জানান, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক। কী ভাবে কেস হয়েছে সেটা বুঝুন।' লক্ষণ শেঠের আইনজীবী বিমল কুমার মাঝি বলেন , 'কাঁথির একটি খুনের মামলায় চার্জশিটে লক্ষণ শেঠের নাম ছিল। চার্জফ্রেমের সময় ৪২ জনকে রিলিজ করে। ৩১ জন ট্রায়াল ফেস করে। আজ ৩১৩ সিআরপিসি ছিল। লক্ষণ শেঠের হাজিরা, কারণ ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে তাঁকে দেখানো হয়। অন্য দিকে, নন্দীগ্রামে মামলায়ও লক্ষণ শেঠের হাজিরা হয়েছে। ওই মামলায় সাত জন নিখোঁজ ছিলেন। অপহরণ-সহ খুনের মামলা ছিল।'

উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে নৈহাটি স্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিয়ালদহ মেন শাখার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন নৈহাটি জংশন। এই স্টেশনটিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে রেল। শনিবার উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে নৈহাটি স্টেশনে আসেন শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার দীপক নিগম। এদিন তিনি বেলা ১১টা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত গোটা রেল স্টেশন-সহ প্রথম শ্রেণীর যাত্রী নিবাসও পরিদর্শন করেন। স্টেশন পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম দীপক নিগম জানান, উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে তাঁর এখানে আসা। এদিন তিনি বলেন, 'যাত্রীদের কথা ভেবে উন্নয়নের কাজ শীঘ্রই শেষ করা হবে। পূর্ব পাড়ের সঙ্গে পশ্চিম পাড়ের সংযোগকারী ফুট ওভার ব্রিজ, স্টেশনের প্রথম তলায় ফুড কোর্ট-সহ ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া যাত্রী প্রতীক্ষালয়টিকে পুনর্নির্মাণ করা হবে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ অক্টোবর ১২ আশ্বিন, ১৪৩০, রবিবার

বাজি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নবান্নের, লাইসেন্সের ৯২টি আবেদন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাজি নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ নবান্নর। কারণ, উৎসবের মরসুম শুরু হচ্ছে ফলে বাজির চাহিদা বাড়বেই। তবে এবার চিরাচরিত বাজিতে রাশ টানল প্রশাসন। এমনকী পরিবেশ বান্ধব বাজিও যত্রতত্র বিক্রি করার অনুমতি দিতে নারাজ রাজ্য। এই ধরনের বাজি বিক্রি নিয়ে যে নির্দেশিকা তৈরি হয়েছে অনুমতি দেওয়ার আগে তা যথাযথ মানা হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। এর ফলেই পরিবেশ বান্ধববাজি বিক্রির স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান তৈরির লাইসেন্স চেয়ে আবেদন জমা পড়ে ১, ৩৭২টি। এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, এই লাইসেন্স দেওয়া যাবে কী যাবে না তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে এর মধ্যেই ৯২টি আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। রেহাই পাচ্ছে না পুরনো দোকানের লাইসেন্স পুর্ননবীকরণও।পুরনো আটটি দোকানেরও লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

কারণ, হিসেবে অনেকেই মনে করছেন রাজ্যে একের পর এক বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর উৎসবের মরশুমের শুরুতেই বিশেষ সতর্ক হয়েছে নবান্ন। তাই প্রতিটি আবেদন জয়েন্ট ইন্সপেকশন করে তারপর স্থায়ী ও অস্থায়ী লাইসেন্স দিতে বলা হয়েছে। ৭১২টি আবেদন জয়েন্ট ইন্সপেকশনে পাঠানো হয়েছে। ১১৬টি আবেদন ফেরত পাঠানো হয়েছে আবেদনকারীর কাছে তথ্য অসম্পূর্ণ থাকার জন্য।

এরই পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ ও বাজি ব্যাবসায়ী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন বলেও জানা গেছে। কলকাতার তিনটি বাজি ব্যবসায়ী সংগঠনের যাদের মধ্যে ছিলেন টালা গ্রিন বাজি বাজার, কালিকাপুর বাজি বাজার এবং বেহালা বাজি বাজারের মুখ্য পৃষ্ঠপোষকরা। এই তিন বাজি বাজারের কর্তারা এই বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাজি শিল্প উন্নয়ন সমিতির ছাতার তলায় এসে একযোগে ব্যবসা করবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বাজি ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শুভঙ্কর মান্না জানিয়েছেন 'উপনগরপাল এবং নগরপালের সঙ্গে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনটি জায়গাতেই কালীপুজো বা দীপাবলীর ঠিক আগেই আগামী সাত দিনের জন্য গ্রিন বাজির বিপণনে অস্থায়ী দোকান বসতে চলেছে।'

এদিকে কলকাতার বাজি ব্যবসায়ীদের সবথেকে বড় প্রশ্ন ছিল গ্রিন ক্র্যাকার্স মজুত কোথায় হবে তা নিয়েই। এতে নগরপাল বিনীত গোয়েল বাজি ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে জানান, কলকাতা পুলিশ-সহ সমিতির সদস্যরা একযোগে বাজি মজুদের জন্য কোন পরিত্যক্ত বাড়ি অথবা কর্মতীর্থের খোঁজ চালাবে। ফলে গত কয়েকদিন ধরে কলকাতায় বাজি বাজার নিয়ে যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছিল সে সমস্যার সমাধান মিলেছে। এদিকে এও জানা যাচ্ছে, এ বছর কলকাতা পুলিশের নির্দেশ মেনে দু'টি স্টল বা অস্থায়ী দোকানের মধ্যে ১০ ফুটের ব্যবধান থাকবে। ফলে তিনটে অস্থায়ী গ্রিন বাজি বাজারে দোকান সংখ্যাও কমতে পারে। অন্য দিকে জেলাশাসকদের ইতিমধ্যেই বাজি বিক্রি করা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ নবান্নের তরফে দেওয়া হয়েছে। সেখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে লাইসেন্স ছাড়া কোনও ভাবেই বাজি বিক্রি করা যাবে না।

বেহালায় বৃদ্ধের মৃত্যু, দেহ আগলে বসে রইলেন স্ত্রী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মোবাইল ফোন না থাকায় কাউকেই খবর দিতে পারেননি স্ত্রী। সারারাত দেহ আগলে বসে থাকলেন প্রৌঢ়া! খবর পেয়ে বাড়ি এসে বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার করে বেহালা থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বেহালার শিশিরবাগানের বছর আশির শঙ্কর চক্রবর্তীর মৃত্যু হয় শুক্রবার রাতে। বছর বাড়িতে ছিলেন কেবল তাঁর স্ত্রী। বৃদ্ধার দাবি, তাঁর একমাত্র মোবাইলটি খারাপ। শুক্রবার সন্ধ্যায় অনেকের কাছে মোবাইল চেয়েছিলেন। কিন্তু কেউ দেননি। তাই স্বামীর মৃত্যুর খবর জানাতে পারেননি। কী করবেন ভেবে না পেয়ে সারারাত স্বামীর দেহ আগলে বাড়িতে বসে ছিলেন ওই বৃদ্ধা। সকাল হতেই বৃদ্ধ দম্পত্তিকে বাড়ির বাইরে বের হতে না দেখেই সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। তারপরই খোঁজ খবর শুরু করেন তাঁরা। পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেহালা থানার পুলিশ। তারাই দেহ উদ্ধার করে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রতিবেশীদের দাবি, ওই বৃদ্ধার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই।

এদিকে কলকাতা হোক বা শহরতলি, এ ধরনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। এখন সব ছোট ছোট পরিবার। বহু পরিবারেই বয়স্ক দম্পতি নিজেরা থাকেন। সন্তানরা কাছে পিঠে থাকে না। এদিকে বয়স হলে, দু'জনের একজন মারা গেলে অনেকেই আর এমন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন না। অনেকের বাড়িতে দেখা যায় বাবা অথবা মায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে বা মেয়ে থাকেন। পরিবারের কেউ মারা গেলে তাঁদের পক্ষেও খ বর দেওয়া সম্ভব হয় না বা কী করতে হবে বুঝে উঠতে পারেন না। এই ধরনের ঘটনা ক্রমশই বাড়ছে। যা নিয়ে ভাবার দরকার রয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

দক্ষিণবঙ্গের ৬৮টি হটস্পট চিহ্নিত করে রেড অ্যালার্ট জারি প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গু সংক্রমণে দক্ষিণবঙ্গের যে ৬৮টি হটস্পটের কথা জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে তা নিয়েই মাথাব্যথা নবান্নের। নবান্নের নজরে ২১টি ব্লক, ৩০টি পঞ্চায়েত, ১৩টি পুরসভা। পরিসংখ্যান বলছে, ৬৮টি হটস্পট থেকেই রাজ্যের ৯০ শতাংশ ডেঙ্গু। আর এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ এনটোমোলজিক্যাল সার্ভের ভিত্তিতে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট।

রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে কলকাতা পুরসভা, বিধাননগর পুরসভার ১৩, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩২ ওয়ার্ডে। সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণ দমদমের ওয়ার্ড নম্বর ১, ৩১, ৩৫ ১১, ১৪। উত্তর দমদমের ১ এবং ১৬। তারই পাশে বরানগরে ওয়ার্ড নম্বর ২৫, ২৬, ১৮ এবং কামারহাটি চারটি ওয়ার্ড ১১, ২০, ২৬, ৩৫-তেও।

এদিকে ধূলিয়ানে ওয়ার্ড নম্বর ৩, ২১, হাওড়ার ওয়ার্ড নম্বর ৫০, চন্দননগর ওয়ার্ড নম্বর ২১, শ্রীরামপুর ওয়ার্ড নম্বর, ১৭, ১৯, ২৫, উত্তরপাড়া ওয়ার্ড নম্বর ৯ এবং ৬, আসানসোলের ওয়ার্ড নম্বর ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৮৪, ৮৭-তে।

এরই পাশাপাশি পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ছে উত্তর ২৪ পরগনা আকাইপুর, গোপালনগর ১, গুমা ২, রাজীবপুর, রাজারহাট-বিষ্ণুপুর ২, শাঁকচূড়া-বাগুন্ডি, জাদুরহাটি উত্তর, চণ্ডীপুর অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পঞ্চায়েত চক এনাে য. তনগব., গোবিন্দপুর-কালীচরণপুর, বাইশাতা, তালদি এলাকা। এদিকে নদিয়ে পঞ্চায়েতের কাপাসডাঙা, মাঝের গ্রাম। হাওড়া পঞ্চায়েতের ডোমজুড়, চকপাড়া, আনন্দনগর। হুগলি পঞ্চায়েত বন্দিপুর, শিয়াখালা, জিরাট, বাগডাঙা, চিনামোড়, বৈচিপোতা। মালদহ পঞ্চায়েতের মধ্যে রয়েছে কালিয়াচক ৩, আকন্দবেড়িয়া। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬০২৭। সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্র ৩৩৭৮৬। বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্র ৭৫১৯, কলকাতা পুরসভা ৪৭২২ আক্রান্ত।

এদিকে জেলাওয়াড়িতেও ছড়িয়েছে ডেঙ্গি আতঙ্ক। উত্তর ২৪ পরগনায় ৯৬৮১, মুর্শিদাবাদে ৪৬২০, নদিয়ায় ৪৩৫১, হুগলিতে ৩১৯১, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৯৩২, হাওড়ায় ১৭৮৭, পশ্চিম বর্ধমানে ৯৯৭,ঝাড়গ্রামে ৯৯৭, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৮৭৯ ডেঙ্গি আক্রান্ত।

জেলার রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা বিধাননগর (১৯১৬) দক্ষিণ দমদম (৯১৭) দমদম (২১৯) উত্তর দমদম (২১০)। দুশোর ঘরে বরানগর, বারাসত, কামারহাটি পুরসভাও। রয়েছে বনগাঁ (৬৩২) আমডাঙা (৪৭৬) হাবড়া (৩৭৭) বাদুড়িয়া (৩০৭) রাজারহাট (২৭৯) বারাসত দুই (১৮১) দেগঙ্গা (১৯১) বসিরহাট (১৮০) ।এরই পাশাপাশি চোখ রাঙাচ্ছে মুর্শদাবাদও। আক্রান্তর সংখ্যা সুতিতে ৭০৯, লালগোলায় ৩৮৫, জলঙ্গিতে ২৯৩, ভগবানগোলা- ১ এ ৪৪৯। নদিয়ার রানাঘাট-১ এ আক্রান্তের সংখ্যা ৫১৮, রানাঘাট-২-এ ৫৪০ এবং শান্তিপুরে-৪১২। হুগলি হরিপালে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৮৬, চণ্ডীতলা-১এ ৩৬৭, আহমেদপুরে ২৩৭। পাশাপাশি মালদহের কালিয়াচক ৩-এ আক্রান্তের সংখ্যা ২৭৭ এবং কালিয়াচকে ১৩৮। ঝাড়গ্রাম গোপীবল্লভপুর-১ এ আক্রান্ত ২১৬ এবং গোপীবল্লভপুর-২ এ ২৪৪।

সাত সকালে নিউটাউনে পুকুরে মিলল নিখোঁজ দুই বালকের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একজনের বয়স ৭, অন্য জনের ১০। শুক্রবার দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিল দুই বালক। শনিবার সাতসকালে নিউটাউনের হাতিয়ারা মাঝের পাড়ার একটি পুকুর থেকে তাদের দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। স্থানীয়রাই দেহ ভাসতে দেখে থানায় জানায়। ইকো পার্ক থানার পুলিশ গিয়ে দেহ দু'টি উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে মৃতদের নাম মহম্মদ সোহেব (৭) ও রমজান আলির (১০)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিল দুই বালক। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করলেও খোঁজ মেলেনি। হাতিয়ারা পীর সাহেব মোড়ে এক বাড়িতে ভাড়া থাকত তাদের পরিবার।

শারোদৎসবের প্রস্তুতি। কুমোরটুলিতে আগুনে শুকানো হচ্ছে মৃন্ময়ী মূর্তির অংশ। ছবি: অদিতি সাহা

রাতের কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাতের কলকাতায় ফের ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাস্থল সেই মা উড়ালপুল। রাত একটা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, বেপরোয়া গতির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মা উড়ালপুলে একটি লাইট পোস্টে ধাক্কা মারে গাড়িটি। গাড়িটির গতি এতটাই বেশি ছিল যে প্রতিঘাতে সেটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। ভেঙে পড়ে লাইট পোস্টটিও।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে মোট পাঁচ জন যাত্রী ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গাড়িতে মোট পাঁচজন সওয়ারি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চার জন তরুণ ও একজন তরুণী। তাঁরাও গুরুতর জখম হন। তাঁদের প্রত্যেকেই কলেজ পড়ুয়া বলে জানা গিয়েছে। তাঁরা রাতের খাবার খেতে যাচ্ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। দুর্ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালকের আসনে থাকা ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বাকি চারজন আরোহীকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। দুর্ঘটনার জেরে গাড়ির সামনের দিকের অংশ বিশ্রী ভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায়। পরিস্থিতি এতটাই খ ারাপ ছিল যে চালকের আসনে থাকা ব্যক্তিকে প্রথমে উদ্ধার করতেই বেগ পায় পুলিশ। খবর দেওয়া হয় কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের সহযোগিতায় গ্যাস কাটার এনে চালকের আসনের পাশের দরজা কেটে চালকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এদিনের এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের কাছ থেকে যে তথ্য মিলেছে তাতে ওই গাড়িটি পার্ক সার্কাসের দিক থেকে চিংড়িঘাটার দিকে আসছিল বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় চালকের আসনে থাকা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পড়ুয়া বছর ঊনিশের নিহার আগরওয়ালের। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত তরুণ টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। গাড়িতে থাকা বাকি সওয়ারিরাও গুরুতর জখম হন। তাঁদের রাতেই দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর এই দুর্ঘটনার কারণে রাতে দু'ঘণ্টা মা ফ্লাইওভারে বন্ধ রাখা হয় যান চলাচল।

তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের অনুমান, বেপরোয়া গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। গাড়িটি পার্ক সার্কাসের দিক থেকে চিংড়িঘাটার দিকে আসছিল। প্রগতি ময়দান থানার সামনে মা ফ্লাইওভারের উপর এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ির গতি এতটাই তীব্র ছিল যে ডিভাইডার ভেঙে তা অন্যদিকের লেনে চলে আসে। তবে ঠিক কী কারণে এই এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চালক মত্ত ছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নির্মাণের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে হোক সৃষ্টিও, বার্তা পূর্ব কলকাতা সর্বজনীনের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: 'নির্মাণ' এবং 'সৃষ্টি'। হঠাৎ এই দু'টি শধবন্ধের মধ্যে তফাৎ বের করা খুব কঠিন। একটু তলিয়ে দেখলে পার্থক্যটা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কথাটি বলেছেন, তার মর্মার্থ করলে দাঁড়ায়, নির্মাণ আমরা করি প্রয়োজনে আর সৃষ্টির সঙ্গে লুকিয়ে রয়েছে এক অনাবিল আনন্দ। শুধু কবিগুরু কেন, এই একই সুর খুঁজে পাই বিদ্রোহী কবি নজরুলের লেখা আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কবিতাতেও। যেখানে কবি সোচ্চারে ঘোষণা করছেন, 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।' আর এই নির্মাণ এবং সৃষ্টিকেই দুর্গাপুজোর থিম হিসেবে তুলে ধরতে চলেছেন পূর্ব কলিকাতা সর্বজনীনের পুজো উদ্যোক্তারা।

২০২৩-এ পূর্ব কলকাতা সর্বজনীনের পুজোয় এই থিম বেছে নেওয়ার পিছনে রয়েছে নানা কারণ।এই থিমের মধ্যে দিয়ে নানা বার্তা পৌঁছে যাবে শহর এবং প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের কাছেও। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পূর্ব কলকাতা সর্বজনীনের উদ্যোক্তরা জানান, এখ ন কলকাতা সহ শহরতলি এমনকী গ্রাম বাংলাকেও গিলে খাচ্ছে কংক্রিট আর অ্যাসফল্ট। আর তা হচ্ছে একের পর এক হিসেবি এবং বেহিসেবি নির্মাণের কারণে।যেখানে মহাশক্তির সৃষ্ট প্রকৃতি ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে মানবজীবন থেকে।ফলে

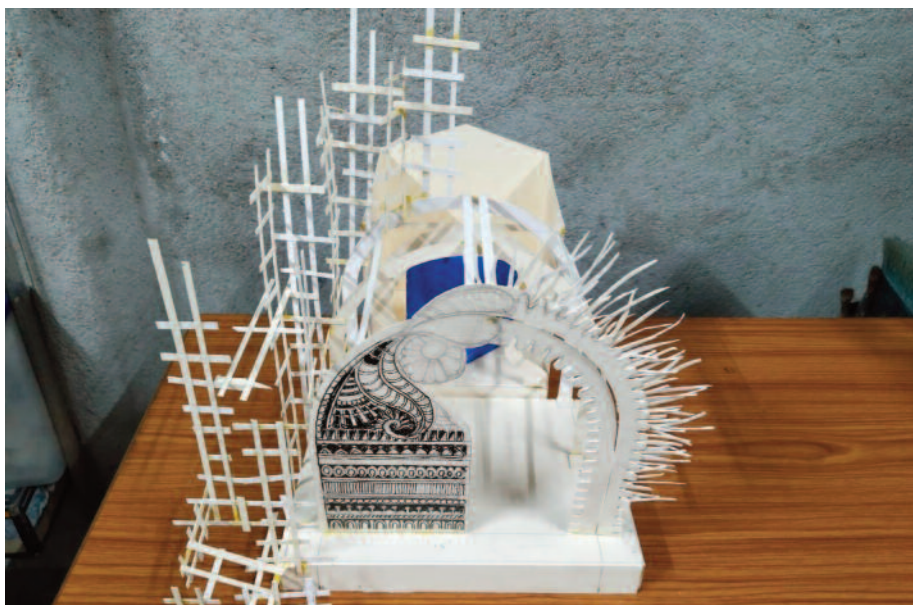

এবার এই নির্মাণে কোথাও একটা দাঁড়ি টানা প্রয়োজন বলে মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা।না হলে সৃষ্টি হবে বিপন্ন।এতো গেল পরিবেশের সঙ্গে মানবজীবনের একটা অঙ্গ।

এরই পাশাপাশি এই থিমের মধ্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আরও নানা বার্তা। এই পুজো মণ্ডপটিকে শিল্পী সমর বারিক এবং সুজাতা মুখে ।পাধ্যায় নির্মাণ হিসেবেই দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে চাইছেন। সেখানে সৃষ্টি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দর্শনার্থীরা স্বয়ং।কারণ, মানুষ সৃষ্ট হয়েছে মহাশক্তির থেকে।আর এই মানুষই প্রয়োজনে নানা আকার দিচ্ছেন নিরাকার ব্রহ্মের।মহাশক্তিকে নানা রূপে নির্মাণ করে চলছে তাঁর উপাসনা।একইসঙ্গে শিল্পীরা এও মনে করছেন, মানুষের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ না থাকলে জীবনের অনেক কিছুই অধরা থেকে যায়। ফলে নির্মাণের সঙ্গে সৃষ্টি থাকাও বাঞ্ছনীয়। আর সৃষ্টি মধ্যে দিয়ে লাভ করা যায় অমরত্ব, যা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সবসময় সম্ভব নয়।ফলে মানবজীবনে সৃষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম, যা মানুষকে অন্য প্রাণীদের থেকে আরও অনেক উপরের স্তরে উন্নীত করেছে। এর থেকে স্পষ্ট যে, ২০২৩-এ পূর্ব কলকাতা সর্বজনীনের পুজোয় থিমের মধ্যে একটা ব্যাপ্তি রয়েছে।

এই থিম তুলে ধরতে যে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে তাতে মূলত ব্যবহার করা হচ্ছে প্লাইউড, পেপার পাল্প, পেপার, লোহা, বাঁশ। পরিবেশ দূষণ করতে পারে এণন কোনও উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে না। এই সঙ্গে শিল্পী সুজাতা মুখোপাধ্যায় এও জানাতে ভুললেন না, প্যান্ডেল কোনও মন্দির বা কোনও স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি হচ্ছে না। এটা কলকাতার পুজো মণ্ডপ থেকে পূর্ব কলকাতাকে আলাদা মাত্রা দেবে বলেই আশা রাখছেন তিনি। দর্শনার্থীরা পুজো মণ্ডপে যে গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন তার মূল কাঠামো তৈরি হচ্ছে লোহায়। তার ওপর থাকছে দড়ি বা সুতোর নানা ধরনের নজরকাড়া কাজ। পুজো মণ্ডপের ভিতরে থাকছে পেপার পাল্প, পেপার, সুতোর এবং দড়ির নানা ধরনের কাজ। মাতৃপ্রতিমা থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বানানো হচ্ছে একচালায় একেবারে সনাতনী স্টাইলে। মাতৃপ্রতিমা রূপদানের দায়িত্বেও রয়েছেন শি্পী সমর বারিক এবং সুজাতা মুখে ।পাধ্যায়-ই।আর থিমের সঙ্গে খাপ খ াইয়ে রাখা হচ্ছে মণ্ডপের আলোকসজ্জাও। থাকবে থিমের সঙ্গে খাপ খাইয়ে।শুধু মণ্ডপই নয়, মণ্ডপের বাইরেও আলোর খেলা যে নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের সে ব্যাপারে নিশ্চিত পুজো উদ্যোক্তারা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, নজরকাড়া এই মণ্ডপ সজ্জার দায়িত্বে রয়েছে বিবেকানন্দ ডেকরেটর।আলোর দায়িত্বে সৌরভ সান্যাল।আবহ সঙ্গীতে রয়েছেন কল্যাণ সেন বরাট।

এবার একটু দেখা যাক পূর্ব কলকাতা সর্বজনীনের ইতিহাস। ২০২৩-এ ৭৭ তম বর্ষে পা দিল এই পুজো।পূর্ব কলকাতার এই পুজো একটা গলির মধ্যে হলেও, এর প্রতিমা থেকে প্যান্ডেল প্রতিবছরই একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে কলকাতার পুজোয়। আর সেই কারণে তারা নানা সময়ে ভূষিত হয়েছেন নানা শিরোপাতেও।শুধু পুজোতেই এই ক্লাবের কর্মকাণ্ড যে আবদ্ধ থাকে তা কিন্তু নয়। প্রাক পুজো এবং পুজো পরবর্তী সময়েও নানা সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠান করা হয় পূর্ব কলকাতা সর্বজনীনের তরফ থেকে। তবে যে বার্তা পুজো উদ্যোক্তারা এবার দিতে চাইছেন, নির্মাণের পাশাপাশি হোক সৃষ্টিও।আর তারই মধ্য দিয়ে মনুষ্যজীবন লাভ করুক অমরত্ব।

ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার মহিলার পচাগলা দেহ, ঘরের দরজা খোলা থাকায় রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাগুইআটির একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এক মধ্যবয়সি মহিলার পচাগলা মৃতদেহ। পুলিশের অনুমান, কয়েক দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। ৪৬ বছর বয়সী ওই মহিলার মৃত্যুতে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন।

জানা গেছে, ওই মহিলার নাম পুষ্পা বাড়ুই। শনিবার সকালে ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ পান প্রতিবেশীরা। অনেক ডেকেও সাড়া না মেলায় সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। তড়িঘড়ি মেয়ে জামাইকে খবর দেন স্থানীয়দের একজন। মেয়ে জামাই খ বর পেয়ে এসে ফ্ল্যাটে ঢুকতেই দেখে ন ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। ভিতরে ঢুকে দেখতে পান মেঝেতে পড়ে রয়েছে পুষ্পা বাড়ুইয়ের মৃতদেহ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে বাগুইআটি থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ওই মহিলার মৃতদেহ। তবে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে পুলিশের সন্দেহ ঘনাচ্ছে। খুনের সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না পুলিশের তরফে। মহিলার দেহ উদ্ধারের সময়ে দেখা যায় দেহে পচন ধরেছে। সেই দেখেই পুলিশের অনুমান, সম্ভবত, কয়েক দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই মাত্র কিছু সপ্তাহ আগে বাগুইআটিতে একই ভাবে মৃত্যু হয়েছিল ৭০ বছরের এক বৃদ্ধার। প্রাথমিক সন্দেহে এই মৃত্যু বয়সজনিত কারণে মনে হলেও পরে দেখা যায় ওই বৃদ্ধার আয়া শারীরিক অত্যাচার চালান তাঁর উপর। ঠিক ২ সপ্তাহের মাথায় ফের এমন ঘটনা। বৃদ্ধার ক্ষেত্রে বয়সজনিত কারণ থাকলেও এক্ষেত্রে আদৌ এমন কোনও কারণ থাকার কথা নয়, বক্তব্য মৃতার পরিজনের। সেক্ষেত্রে কেন ঘটল এই ঘটনা তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রস্তুত ও বিক্রির নীতি হওয়া উচিত

দ্য লান্সেট রিজনাল হেলথ-সাউথইস্ট এশিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ভারতে কোভিড-পর্বে ভয়াবহ পরিমাণে বিক্রি হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক্স। আমাদের দেশ অ্যান্টিবায়োটিক্স বিক্রির মৃগয়াক্ষেত্র। আর তাই নিত্যনতুন অ্যান্টিবায়োটিক্স নিরন্তর বাজারজাত হচ্ছে। বহু মানুষ ওষুধের দোকান থেকে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক্স কিনে খাচ্ছেন। এমনকি ওষুধের দোকানদারদের কাছে রোগের উপসর্গ বলে অনেকে ওষুধ কিনে আনেন। প্রত্যেক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক্স খাওয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। প্রতি দিন কত বার খেতে হবে, কত দিন খেতে হবে, কেমন ডোজে খেতে হবে, এ সব চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে লিখে দেন। কিন্তু প্রেসক্রিপশন ছাড়াই যাঁরা ওষুধ খান, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা রোগের উপসর্গ কমলে মাঝপথে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন, এর ফলে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুরা নানা অ্যান্টিবায়োটিক্সকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হচ্ছে। এই ভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে জীবনদায়ী ওষুধ খেয়েও ফল না পেয়ে দেশবাসী গভীর সঙ্কটে পড়বেন বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ওষুধ কোম্পানিগুলো মুনাফার পাহাড় তৈরির উদ্দেশ্যে চিকিৎসকদের নানা উপঢৌকন দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক্স বিক্রির খেলায় মেতে উঠেছে। এ সব এখন গোপন কিছু নয়! এ দেশে কোনও ড্রাগ মনিটরিং সিস্টেমও নেই। বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক্সের এমন সমস্ত কম্বিনেশন বিক্রি হচ্ছে, যেগুলি উন্নত দেশে বিক্রি হয় না, এবং প্রামাণ্য পুস্তকেও লেখা নেই। তাই সরকারের উচিত, অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রস্তুত ও বিক্রির নীতি তৈরি করা। ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিল করার ফলে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে, দিন দিন জীবনদায়ী অ্যান্টিবায়োটিক্সের দাম হয়ে উঠছে আকাশছোঁয়া। অন্য দিকে, অপ্রয়োজনে ওষুধ ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষ যে কী পরিমাণ সঙ্কটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তার কোনও সঠিক তথ্য নেই। সরকার ওষুধ ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ না আনলে ভবিষ্যতে সাধারণ অসুখও মহামারির আকার নিতে পারে।

শাশ্বত কথা

শিক্ষা

মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই বর্তমান, তাহারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা। বিদ্যা শিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। আমার বিশ্বাস -- গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইতে থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথাই ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর হইল ওইগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফল কি দাঁড়াইয়াছে? ওইগুলি একজনও মৌলিকভাবসম্পন্ন মানুষ তৈরি করিতে পারে নাই। ওইগুলি শুধু পরীক্ষাকেন্দ্ররূপে দণ্ডায়মান। সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

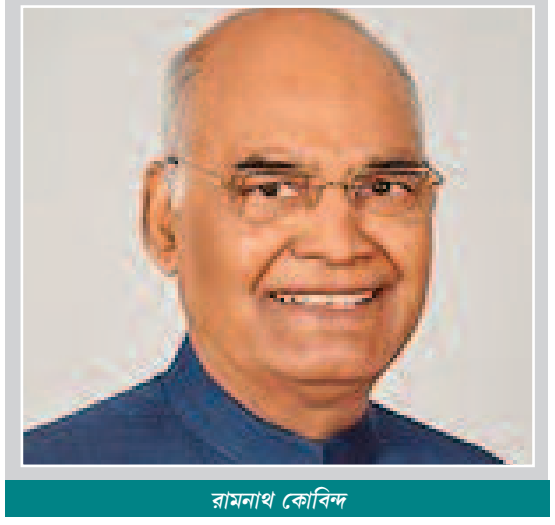

রামনাথ কোবিন্দ

১৯০৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক ও শিল্পী শচিন দেববর্মনের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোহিনী সরকারের জন্মদিন।*

ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক জিনতত্ত্ববিদ
এম এস স্বামীনাথনের অবদান

ড. বিমলকুমার শীট

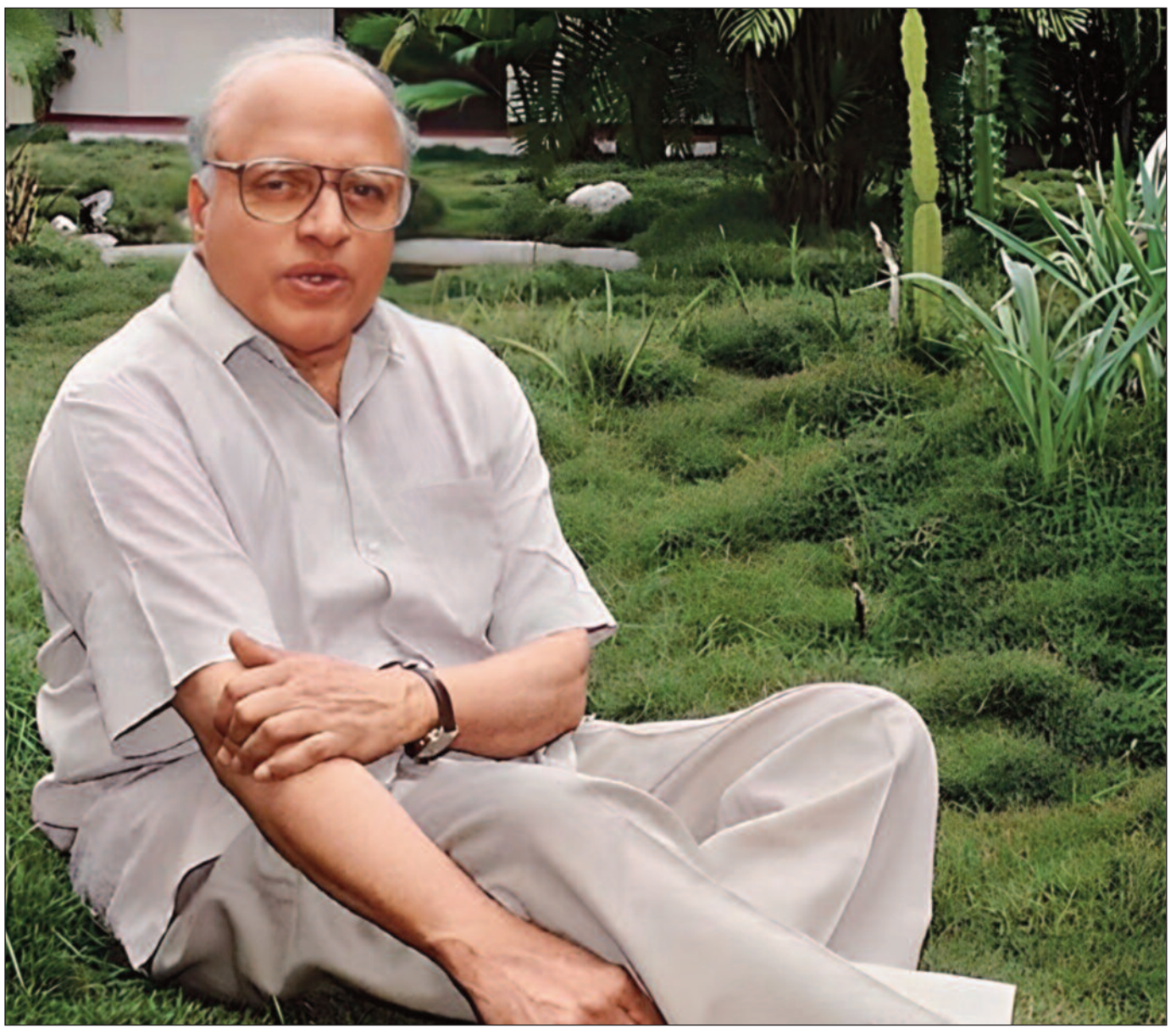

ভারত এক কৃষিপ্রধান দেশ। অতীত থেকে বর্তমান কৃষিই তার ভিত্তি। এর উপর নির্ভর করে দেশের অগ্রগতী এবং জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ। স্বাধীনতার আগে তো বটেই স্বাধীনতার পর ভারত ছিল খাদ্যের অভাবে চির-ক্লিষ্ট এক দেশ, যার ভাবমূর্তি ছিল ভিখারির, সে এক ধাক্কায় এমন একদেশে পরিণত হল যে কিনা খাদ্যে স্বয়ংভর। এমন কী অচিরেই সে খাদ্য-উৎপাদনে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারল । এর পিছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল ভারতে সবুজ বিপ্লবের জনক এম এস স্বামীনাথনের। তিনি ছিলেন উদ্ভাবনী ক্ষমতার ভরকেন্দ্র। এই বিপ্লবের বুনিয়াদ তৈরি হয়েছিল অনেক আগে জওহরলাল নেহরুর সময় থেকেই । সবুজ বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক জি এস ভাল্লা বলেন, সবুজ বিপ্লব, বা ভারতের প্রযুক্তিভিত্তিক গুণগত রূপান্তর — তাঁর জীবৎকালে ঘটেনি, ঘটেছিল তাঁর প্রয়াণের অল্পকাল পরে। এই প্রযুক্তি ভিত্তিক বিকাশের বনেদ কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবৎকালেই।

১৯২৫ সালে ৭ আগষ্ট তামিলনাড়ুর কুম্বাকোনাম শহরে এম এস স্বামীনাথন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের যখন ১১বছর বয়স তখন পিতা সার্জন ডাঃ এন কে সাম্ভাশিবন এর মৃত্যু হয়। বালক স্বামীনাথন তখন কাকার কাছে মানুষ হন। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় এবং পরে কুম্বাকোনামের ক্যাথলিক লিটন ফ্লাওয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সেখান থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সমগ্র দেশ উত্তাল। বাংলায় তখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, এ সব কিছু স্বামীনাথন দেখেন। এরপর তিনি গান্ধীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতকে ক্ষুধা থেকে মুক্ত করতে নিজেকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর স্বামীনাথন মেডিক্যাল ছেড়ে কৃষি বিষয়ে পা বাড়ান। কেরলের ত্রিবান্দ্রমের মহারাজা কলেজ থেকে জুলজিতে বি এস সি ডিগ্রী লাভ করেন। মাদ্রাজ কৃষি কলেজ থেকে কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রী লাভের পর ১৯৪৭ সালে দিল্লি (IARI) ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করেন। পরে মেধা বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাত্রা তারপর কেম্ব্রিজের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজননবিদ্যা বিভাগে গবেষকের নিয়োগপত্র পান।

প্রাক সবুজ বিপ্লবে দেশের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। মধ্য-ষাট নাগাদ কতকগুলো দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা আর কতকগুলি তাৎক্ষণিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে কয়েকটি ক্রান্তিকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমাপতন ঘটে, আর তারই ফলে এক সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি হয়। মধ্য-পঞ্চাশের সময় থেকেই খাদ্য-ঘাটতি চলতে থাকে এবং মধ্য-ষাটে গিয়ে তা গভীর সংকটের রূপ নেয়। ষাটের শুরু থেকেই কৃষির বৃদ্ধিহার থমকে যায়। স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ ঘটে। পরিকল্পিত শিল্পায়নের জন্য বিশাল টাকা বিনিয়োগ করা হল। এই সবের ফলে ভারতীয় কৃষির ওপর দীর্ঘমেয়াদি চাপ পড়ল। খাদ্যের চাহিদা এতটাই বাড়ল যে ভারতের বাজার তা পুরোপুরি মেটাতে পারল না। মধ্য-পঞ্চাশ থেকেই খাদ্যের দাম বাড়তে থাকে। খাদ্য-ঘটতি মেটানো আর খাদ্যের দামে স্থিরতা আনার জন্য উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় খাদ্য আমদানি করতে হল । এর বিকল্প ছিল গ্রামাঞ্চল থেকে প্রচুর মানবীয় মূল্য দিয়ে ব্যাপক পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করা। এ পথ ভারতের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না। পি এল ৪৮০ কার্যসূচি অনুযায়ী আমেরিকা থেকে খাদ্য আমদানি করার বিতর্কিত চুক্তিটি সই হয় ১৯৫৬ সালে। চুক্তির পর প্রথম বছরেই প্রায় তিরিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। এহেন পরিস্থিতিতে প্রথমে চিনের সঙ্গে (১৯৬২) তারপর পাকিস্থানের সঙ্গে (১৯৬৫) যুদ্ধ বাধল। ১৯৬৫-৬৬সালে পরপর দুবার খরা হওয়ার দরুন কৃষি উৎপাদন কমল ১৭ শতাংশ, খাদ্য উৎপাদন কমল ২০ শতাংশ। খাদ্যের দাম হুহু করে বাড়ল। ১৯৬৬ সালে ভারত ২ কোটি টনের বেশি খাদ্যশস্য আমদানি করতে বাধ্য হল। এই রকম অবস্থায় সবার আগে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জনই মধ্য-ষাটে ভারতের অর্থনৈতিক পলিসির লক্ষ্য হয়ে উঠল। তখনকার প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, তাঁর খাদ্যমন্ত্রী সি সুব্রমণীয়াম এবং ইন্দিরা গান্ধী, এরা সকলেই ভারতীয় কৃষি উত্তরণের রণণীতির মৌলিক রূপান্তর সাধনের প্রক্রিয়াকে পূর্ণ মদত দিলেন। বিশ্বব্যাঙ্ক-নিয়োজিত বেল মিশন ওই রণনীতির সুপারিশ করল, আমেরিকাও তাঁর অনুকূলে চাপ দিল।

প্রশাসনিক স্তরে এরকম একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। গবেষণার পর এম এস স্বামীনাথন দেশে ফেরেন। তিনিও একথা ভাবেন যে কি ভাবে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমবীজ প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষকের মুখে হাসি ফেরানো যায় । প্রথমে তিনি কটক কেন্দ্রীয় চাল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। গবেষণা করে জাৎপানিকা-ইণ্ডিকা এই দুই জাতের ধান গাছের সংকরায়ণ ঘটান । ফলে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। এরপর তিনি নতুন দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ১৯৬৬ সালে ঢুকলেন। ছ-বছর পর তিনি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে (১৯৭২ সালে) যোগ দেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো বছরে গবেষণায় বহু নতুন সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় চাল ইণ্ডিকার সঙ্গে সংকরায়ণ ঘটিয়েছেন জাপানি চাল 'জাপানিকার'। ফলে দারুণ ফলন ফলছে। দুটি সাধারণ প্রজাতি নিয়ে পাটের বেলায় 'কলম' গড়েছেন। ফলে গম, চাল, পাটের ক্ষেত্রে দারুণ পরিবর্তন ঘটল।

এম এস স্বামীনাথন সবুজ বিপ্লবে তার মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। চাল, গম ও বার্লির বীজকোষে নানা আকস্মিক জৈবনিক রূপান্তরের সনাক্তকরণের কাজ করলেন। গম নিয়ে কাজ তো আগেই শুরু করেছিলেন। তিনি দেখলেন মেক্সিকোতে নরম্যান বরলগ সংকর গমবীজ 'নরিন' ব্যবহার করে সেখানে এক বিপ্লব এনেছেন। বরলগকে ভারতে আনা হল। তিনি মতামত দিলেন ভারতের মাটিতে 'নরিন' দারুন খাপ খাবে। তাই আঠার হাজার টন গমবীজ (নরিন) মেক্সিকো থেকে এল। স্বামীনাথন সরাসরি 'নরিন'কে পাঠালেন না। তিনি ভারতীয় গমবীজের সঙ্গে 'নরিনের' ভালো একটা মেশাই খাওয়ালেন সংকরায়নের মধ্য দিয়ে । বেরিয়ে এল কয়েকটি নতুন সংকর বীজ । নাম দিলেন এদের 'কল্যাণসোনা' ও 'সোনালিকা'।

এরপর স্বামীনাথন ভারতীয় কৃষিমন্ত্রককে এক সুন্দর কার্যকরী প্রস্তাব দিলেন। তা হল জাতীয় প্রদর্শ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামের চাষীকেও যখন নতুন বীজ জমিতে রোপণের উপযোগিতাকে ঠিক ঠিক বোঝাবেন, তখনই নেমে আসবে সবুজ বিপ্লব। চাল, গম, জোয়ার, ভুট্টা প্রভৃতি প্রত্যেকটি উচ্চফলনশীল সংকর বীজ গেল চাষীর ঘরে ঘরে। সাবেকি বীজগুলি বাতিল হল । চারদিকে ঘটল সংকর বীজের জয়জয়কার।

সেই সঙ্গে ভারতের যে সব এলাকায় সেচের নিশ্চিতি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও প্রতিষ্ঠানিক সুবিধা আছে সেইসব জায়গায় নিবিড়ভাবে কাজ আরম্ভ হল। বিভিন্ন উপাদান সেখানে প্রয়োগ করা হল । যেমন, উচ্চফলনশীল বীজ, রসায়নিক সার ও কীটনাশক, ট্র্যাক্টর, পাম্প প্রভৃতি সমেত নানান কৃষি-যন্ত্রপাতি, মৃত্তিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা, কৃষি-শিক্ষা কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ। এইভাবে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি। সেখানেই ওই সমগ্র কর্মসূচির যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ঢেলে দেওয়া হল। এই রণনীতির সুফল দেখতে পাওয়া গেল। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩৫ শতাংশ বাড়ল । নিট খাদ্য আমদানির পরিমাণ কমল। ১৯৬৬ সালে তার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩ লক্ষ টন, ১৯৭০ সালে কমে দাঁড়ায় ৩৬ লক্ষ টনে। অবশেষে ভারতের 'ভিখারি' ভাবমূর্তি বদলায়। এম এস স্বামীনাথন হিসেব করে দেখিয়েছেন, গম ও চালের সবুজ বিপ্লবের আগে হেক্টর-পিছু ফলনহারে যদি বর্তমানে উৎপাদিত খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হত, তাহলে বাড়তি ৮ কোটি হেক্টর জমি লাগত, অর্থাৎ তার জন্য বিদ্যমান কৃষিজমি শতকরা ৬৬ ভাগ বাড়াতে হত-যা অবাস্তব!

স্বামীনাথন গবেষক হিসাবে যতখানি তার চেয়ে বেশি প্রশাসক হিসাবে। তিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এর ডিরেক্টর (১৯৭২-১৯৭৯), ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের প্রিন্সিপেল সেক্রেটারি (১৯৭৯-৮০) এবং ইণ্ডিয়ান রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর (১৯৮২-১৯৮৮) হিসাবে কাজ করেন। তিনি নিয়ম করে ক্লাস নিতেন। ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতেন কৃষির মাধ্যমে দেশ সেবার স্বরূপটি। বহু স্বনামধন্য ছাত্রছাত্রী গড়েছেন তাঁর অধ্যাপনায়। ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাদেমির ফেলো হয়েছেন। ১৯৭১ সালে সুইড বীজ অ্যাসোসিয়েশান তাঁকে শস্যের জগতে পর্বত প্রমাণ কাজের জন্য ফেলো নির্বাচিত করেছেন। এরপরে হয়েছেন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো । দেশ বিদেশে বহু সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখ্য তিনি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫০টিরও বেশি সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ১৯৭১ সালে পেলেন রমণ ম্যাগসাইসে পুরস্কার। মানপত্রে বলা হল 'He is Scientist– educator of both student and farmers and administrator towards generating a new confidence in Indiaós agricultural Capability'. ১৯৭৬ সালে এম এস স্বামীনাথন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হন। তিনিই প্রথম বললেন, পৃথিবীর প্রতিটি জাতির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের বেলায় একটা অগ্রাধিকারের তালিকা থাকে। ২০০৭ ও ২০১৩ সালে পরপর দুবার স্বামীনাথনকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেওয়া হয়। তিনি নিজের হাতে করে ভারতীয় কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে এম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন নামক গবেষনাগার স্থাপন করেন। তিনি হয়েছিলেন এর চেয়ারম্যান। ৯৮ বছর বয়সে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩) বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ের বাড়ীতে তাঁর জীবনাবসান হয়। গবেষণার প্রতি তাঁর সংকল্প বহু বিজ্ঞানী ও গবেষককে অনুপ্রাণিত করেছে।

পুস্তক পরিচয়

ত্রিজামা তুমি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো: এক গণ্ডীবদ্ধ ভাবনার ফসল

সত্যব্রত কবিরাজ

শ্রী সদ্যোজাত রচিত কাব্য সংকলন 'ত্রিযামা তুমি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো'- পড়তে পড়তে শ্রীরামকৃষ্ণের বলা এক গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। গল্পটা এই রকম - দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন এমন এক ভক্ত একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন -আচ্ছা আপনার কাছে যারা আসে তাদের উন্নত হচ্ছে তো? এত যে মানুষ নানান উপাচারে দেবতার পুজো করছে, ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজো দিচ্ছে তা হলেও তারা ভগবানের দেখা পাচ্ছে না কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন এবং বললেন তবে একটা গল্প বলি শোন। দুই মাতাল খুব কষে মদ খেয়েছে। একেবারে বেহেড মাতাল বলতে যা বোঝায় তাদের সেই অবস্থা। এসময় এক মাতালের মনে হল সে কাশী যাবে। সাঙাৎকে বলল যাবি নাকি কাশী? স্যাঙাৎ বলল চল, যাবি যখন বলছিস। কিসে যাবি। কেন গঙ্গায় নৌকা বাঁধা রয়েছে। চল চেপে দাঁড় বাইলেই রাতের মধ্যে কাশী পৌঁছে যাব। যেমন ভাবা তেমন কাজ। তারা দু'জনে একটা ঘাটে বাঁধা নৌকাই চেপে দাঁড় বাইতে শুরু করে দিল। এইভাবে রাত প্রায় কাবার হয়ে এল, তখন তাদের নেশাও খানিকটা ফিকে হয়ে এসেছে, একজন বলল আমরা কি এখন চন্দননগর চলে এসেছি? অন্য মাতাল বলল দূর আমরা তো দক্ষিণেশ্বরেই রয়েছি। কেন এমন হল। আরে তুই তো একটা আস্ত বোকা, নোঙরটাই তুলতে ভুলে গেলি। তাই আটকে রয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বললেন, আমাদের পুজোয় নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা সবই রয়েছে কিন্তু সংসারে নোঙর বাঁধা রয়েছে, তাই আমরা ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারছি না। নোঙর তুলতে হবে।

শ্রীসদ্যোজাতর কবিতা সংকলনটিও অন্ধকারে আলো জ্বালাতে চাওয়ার প্রয়াস। কিন্তু সোনার পাথরবাটির মতো তা অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে মাথা ঠুকে মরেছে অন্ধকারেই। আলোর সন্ধান পাওয়ার পরিবর্তে কবিতাগুলির ভাব সবই ব্যর্থ প্রেমিকের হতাশার সুর এবং হাহাকারের উচ্চকিত প্রকাশ মাত্র। অন্ধকার থেকে আরও ঘন অন্ধকারের দিকে হারিয়ে গিয়েছে ভাবনাগুলো। সংকলন গ্রন্থে মোট একশো পনেরোটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এরমধ্যে অনিঃশেষ ত্রিযামা-কবিতাটির মধ্যেই ত্রিযামা তুমি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো- সংকলন গ্রন্থটির তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে। যেমন- দিনশেষে সবাই তো ঘরে ফেরে না, কেউ কেউ হয়ত ফেরে, ক'জন বোঝে সাপলুডোর সংসারে পুটে'ই ছক্কা পুটে'ই অক্কা, লোকাল প্যাসেঞ্জারগুলো ঘরে ফিরে আসে কাদামাখা হয়ে, তবুও অফিস-ফেরতা রোজ ঘষা কাচগুলো ব্যাগ ভরে-ঘরে ফিরে আসে কেউ বা কেউ ... এক নিশ্চিন্ত শীতলতা, এক অপর্যাপ্ত পথ চাওয়া, বহু অনিঃশেষ যাতনার অনিমেষ কমললতা, ভেবো না এতকিছু... চলো আজ গোধুলি ভোরে'তে, তোমায় খানিক নীল মাখিয়ে আসি।। ইত্যাদি। ত্রিযামা ..তুমি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখো-....রাত্রি তুমি নিকষ কালো, তবু তুমি এঘরে সে ঘর আমার আলো...,একাকী বিনিদ্র চোখে চলে আরতি অনুক্ষণ প্রতি কোশে কোশে প্রতি অনু প্রতি রোমে রোমে, এক পলাতক সম্ভাবনা না হয় মিশে থাকুক, নৈঃশব্দ্যের সেই প্রশান্ত জলনিধি জুড়ে, যেতেই হবে শেষ রাতের দুর্ভেদ্য আকাশপথটা ভেদ করে বহু বহু বহু বহু যোজন দূরে...।

ত্রিযামা তুমি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো
লেখক : শ্রী সদ্যোজাত
ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী
বিনিময় : ৪৫০

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

খাদ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে জলাতঙ্ক মুক্ত পুরসভা গড়ার লক্ষ্যে মধ্যমগ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: মধ্যমগ্রাম পুরসভাকে সম্পূর্ণ রূপে জলাতঙ্ক মুক্ত পুরসভা হিসাবে গড়ে তোলা ও বাড়তে থাকা পথ কুকুরের জন্মনিয়ন্ত্রণ রোধের মৌচুক্তি হল শুক্রবার। মূলত স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উদ্যোগে, মধ্যমগ্রাম পুরসভা সহযোগিতার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই কাজটি করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন। এদিন রাতে মধ্যমগ্রাম পুরসভা পুরপ্রধানের ঘরে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসাতের পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, বারাসাতের পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা সহ মধ্যমগ্রাম পুরসভা বিভিন্ন পুরপিতারা ও সংগঠনটির সহকারি সম্পাদক ডা পার্থ সারথি নাগ, সংগঠনের জেলা সভাপতি ডা স্বরূপ সাধুখাঁ, সংগঠনের আরো দুই বিশিষ্ট প্রাণীচিকিৎসক ডা পিউ সাহা পাল ও ডা সঞ্জীব দত্তের উপস্থিতিতে মৌ সাক্ষরিত হয়। আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে পথ কুকুরদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে ভ্যাক্সিনেশন করা হবে এবং শীতের মরশুমে সারমেয়দের নির্বীজকরণ করা হবে বলে জানান প্রাণীচিকিৎসক ডা পিউ সাহা পাল। তিনি আরও জানান, প্রথমে ২৮ নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে কাজটি শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে এক হাজার পথ কুকুরকে ভ্যাক্সিনেশন ও নির্বীজীকরণ করা হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে কয়েক বছরের মধ্যেই মধ্যমগ্রাম জলাতঙ্ক মুক্ত পুরসভায় পরিণত হবে। রথীন ঘোষ বলেন, পথ কুকুরের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। তাদের কামড়ে জলাতঙ্ক হয়ে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। মধ্যমগ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল পথকুকুর নিয়ে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সারমেয়দের ভ্যাক্সিনেশন ও নির্বীজকরণ করার দায়িত্ব নেওয়াতে মধ্যমগ্রামের মানুষ সহ আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।

শতাধিক জবহোল্ডার ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিল তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির দিল্লি চলো আন্দোলনে মালদা থেকে শতাধিক জব হোল্ডার ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন দলের জেলা নেতৃত্ব। কলকাতা হয়ে ট্রেন এবং সড়কপথে দিল্লিতে পৌঁছবেন মালদার তৃণমূলের নেতা, কর্মী এবং জব হোল্ডারেরা। এই সফরের আগে শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় মালদা শহরের স্টেশন রোড এলাকার তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন দলের জেলা নেতৃত্ব। পাশাপাশি এদিন দুপুর থেকেই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির টিভির মাধ্যমে ভার্চুয়াল বৈঠকেও অংশ নেন দলের জেলার বিধায়ক তথা সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বকেয়া টাকার দাবিতেই দিল্লিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। ২ অক্টোবর সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি আন্দোলন করবেন দিল্লিতে। তার আগে থেকেই বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মালদা থেকেও দলের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত জব হোল্ডারদের সঙ্গে করে দিল্লি যাত্রা শুরু করলেন তৃণমূলের জেলা নেতারা। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, দলের জেলা সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলার বাবলা সরকার, তৃণমূলের জেলার মহিলা সভানেত্রী মৃণালিনী মণ্ডল মাইতি, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক আশিস কুণ্ডু সহ অন্যান্যরা।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের কেন্দ্র ৭ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রেখেছে। যা গরিব মানুষকে দেওয়া হচ্ছে না। হাজার হাজার জব হোল্ডারেরা ১০০ দিনের কাজ না পেয়ে চরম সমস্যায় পড়েছেন। গ্রামীণ এলাকার দুঃস্থ মানুষদের এই কর্মসংস্থান পাইয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েই ২ অক্টোবর দিল্লিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই মালদা থেকে ২৫০ জন জব হোল্ডার এবং কয়েকশো কর্মী ও দলীয় নেতৃত্ব দিল্লির উদ্দেশ্যে এদিন রওনা দিয়েছেন। অধিকাংশই দলের নেতা কর্মী এবং জব হোল্ডারেরা ট্রেনে ও বাসে যাবেন। এক্ষেত্রে দলের পক্ষ থেকে এই যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি আরো বলেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি দিল্লি যাওয়ার পথে উত্তরপ্রদেশ বা অন্য কোনও জায়গায় আমাদের বাঁধা দেওয়া হতে পারে। যেখানেই আমরা বাঁধার মুখে পড়ব, সেখান থেকেই আমরা আন্দোলন শুরু করব। তৃণমূলের কোনো নেতাকর্মীরাই চুপ করে বসে থাকবে না। গরিব মানুষের অধিকার এবং

দত্তপুকুরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মা'কে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দত্তপুকুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের মাকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অনুপ দাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার ময়নায় জেলা পুলিশের দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা ঘটনা জানালেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, সঙ্গে ছিলেন বারাসাতের এসডিপিও অনিমেষ রায়, দত্তপুকুর থানার আইসি সুজিত কুমার পতি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, এই খুনের পিছনে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। খুনের পর আসামি অনুপের পরিবারকে মেসেজের মারফত একাধিক বার টাকা চেয়ে হুমকি দেয়। জানা যায়, ৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হয় দেবযানীর কাছে। খুনে অভিযুক্ত অনুপ দাস পেশায় একজন ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি, ওই বাড়িতে এর আগেও কাজে আগে এসেছিল অনুপ। মূলত চুরির উদ্দেশ্যেই এসেছিল এই বাড়িতে, পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে পুলিশ। তবে যেদিন ঘটনা ঘটেছিল সেদিন পরিবারের তরফ থেকে দু'জন এসেছিল বলে দাবি করা হলেও পুলিশ জানায় ওইদিন একাই ছিল অনুপ।

প্রসঙ্গত, দত্তপুকুরে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান দেবযানী সরদার। তার বাড়িতে এসে খুন হন মা বেবী রানি সরদার। রক্তাক্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয় বিছানায়। শুক্রবার রাতে এই ঘটনায় প্রতিবেশী যুবক অনুপ দাসকে গ্রেপ্তার করল দত্তপুকুর থানার পুলিস। হাতুড়ি দিয়ে মুখ থেঁতলে খুন করেছে বলে জানা যায়। উদ্ধার হয় একটি মোবাইল, খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অনুপ দাসই। এমনটাই দাবি পুলিশ কর্তাদের। পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদার বাসিন্দা বেবী রানি সরদার অপারেশনের পর মেয়ে দেবযানী সরদারের বাড়ি দত্তপুকুরের ব্যায়াম সমিতিতে ছিলেন। ১২ বছরের নাতনিকে নিয়েই ঘুমাচ্ছিলেন তিনি। রবিবার ভোরে মেয়ের বাড়িতেই খুন হন বেবী রানি। তাঁর মুখে ভারী কিছু দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। অবশেষে খুনের অভিযোগে পুলিশের জালে অভিযুক্ত অনুপ দাস। শনিবার তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দু'মিনিটের টর্নেডোয় লন্ডভন্ড সুন্দরবনের গ্রাম, আহত বেশ কয়েকজন

ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি বাড়ি ও দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: দু'মিনিটের টর্নেডোয় লন্ডভন্ড অবস্থা হল সুন্দরবনের বাজার ও গ্রামের। বসিরহাটের সুন্দরবনের মিনাখাঁ ব্লকের কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শনিবার সকালে আচমকাই একটি টর্নেডো শুরু হয়। দু'মিনিট ধরে চলে এই ভয়ানক টর্নেডো। যার জেরে কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের মালেয়াড়ি, আমতলা ও জয়গ্রামের মতো বেশ কিছু গ্রাম ও বাজার লন্ডভন্ড অবস্থায় পরিণত হয়। গ্রামবাসীদের পাশাপাশি বাজারের ব্যবসায়ীরা ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সকাল থেকে চলছিল অঝোরে বৃষ্টি। তার মধ্যেই হঠাৎ করে টর্নেডো চালু হয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ এই ঝড় আসায় বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। তার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে এই ঝড় শুরু হয়। তারপর এই সমস্ত ঘর সহ বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে যথেষ্টই ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। বেশ কয়েকটি গাছও ভেঙে পড়েছে রাস্তার উপর। যার ফলে অবরুদ্ধ হয়েছে বেশ কয়েকটি রাস্তা। ফলে বেশ কিছু রুটের অটো ও টোটো বন্ধ রয়েছে।

অস্ত্র বিক্রির অভিযোগে আইএসএফ নেতা গ্রেপ্তার, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভাঙরের আইএসএফ নেতা খোরশেদ মোল্লাকে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার করল হাড়োয়া ও ভাঙড় থানার পুলিশ। শুক্রবার সালিপুর এলাকায় এক আইএসএফ কর্মী অস্ত্র বিক্রি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে গ্রামবাসীদের কাছে। ঘটনাস্থলে হাড়োয়া থানার পুলিশ গিয়ে ওই আইএসএফ কর্মী রাজ্জাক মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার করে একটি ওয়ান শাটার। তাকে জেরা করে জানতে পারে এই অস্ত্রটি খোরশেদ মোল্লার কাছ থেকে কিনে এনেছে। হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক তাপস ঘোষ পুরো ঘটনা ভাঙড় থানার পুলিশ আধিকারিকদের জানায়। তারপরই শুক্রবার রাত্রিবেলায় হাড়োয়া ও ভাঙড় থানা পুলিশ যৌথ উদ্যোগে ভাঙড় থেকে আইএসএন নেতা খোরশেদ মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে। এর বিরুদ্ধে এর আগেও অস্ত্র বিক্রি অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলবন্দি ছিল। বেশ কিছুদিন আগে ছাড়া পায়। ধৃতকে শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

লুকিয়েও শেষ রক্ষা হল না দুষ্কৃতীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ডাকাতি করে এসে হাবড়াতে লুকিয়েও শেষ রক্ষা হল না দুষ্কৃতীর। রাজ্যজুড়ে একের পর এক ডাকাতি। নাজেহাল হয়ে পড়ছে পুলিশ প্রশাসন। তার মধ্যে কিছুটা স্বস্তি প্রশাসনের। চলতি মাসের ২৭ তারিখ দক্ষিণেশ্বর থানা এলাকায় এক ব্যবসায়ী দোকানে যাওয়ার সময় রাস্তায় একদল দুষ্কৃতী ব্যবসায়ীকে মারধর করে কাছে থাকা ৩৫ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। তদন্ত নামে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ এবং ফোনের লোকেশন অনুযায়ী এক দুষ্কৃতীকে চিহ্নিতকরণ করে। সেই মতো শনিবার ভোর রাতে হাবড়া থানার মথুরাপুর এলাকায় হাবড়া পুলিশের একটি দল ও দক্ষিণেশ্বর পুলিশের একটি দল যৌথভাবে হানা দিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে কিশোর বারুইকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ডাকাতির ১ লক্ষ ২৪ হাজার নগদ টাকা। ভোর রাতেই দুষ্কৃতীকে দক্ষিণেশ্বর থানার পক্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

দার্জিলিং যাওয়ার পথে লাইনচ্যুত টয় ট্রেন, আতঙ্কিত যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: দার্জিলিংয়ের কাছে ফের লাইনচ্যুত হল টয়ট্রেন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। শনিবার সকালে ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ের দিকে যাচ্ছিল জয়রাইড। মাঝপথে সেটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। টয়ট্রেনে বেশ কয়েকজন পর্যটক ছিলেন। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। যাত্রীরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন। তবে এদিন ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) আধিকারিকরা। এরপর লাইনচ্যুত ট্রয় ট্রেনটিকে আবার লাইনে রেখে যাত্রা শুরু করানো হয়। এদিকে এদিন সকাল থেকে উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায়ও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, রবিবার থেকে হালকা বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে উত্তরের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার থেকে ফের একবার ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকায়।

গাঙ্গেয় ডলফিন দেখতে দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দ্বারকেশ্বর নদীতে ভেসে এল আস্ত একটা গাঙ্গেয় ডলফিন। চলতি ভাষায় যাকে শুশুক বলা হয়। হঠাৎ নদীতে এই ডলফিন ভেসে আসায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো হুগলির গোঘাটের আসপুর এলাকায়। স্থানীয় মানুষ প্রথম দেখে নদীতে বড় একটা জন্তু ভেসে আসছে। তারপর তাকে নদীর পারে তোলা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাঙ্গেয় ডলফিনটি মারা যায়। জানা গেছে, আসপুর গ্রামের একজন কৃষক সবজি তুলতে মাঠে যাওয়ার সময় প্রথম গাঙ্গেয় ডলফিনটি দেখেন। গ্রামের মানুষকে ডাকেন। গ্রামের লোক বহু চেষ্টা করে গাঙ্গেয় ডলফিনটি বাঁচানোর চেষ্টা করেন। অবশেষে প্রশাসনকে খবর দেয় তারা। সাধারণ নদীতে ডলফিন দেখা যায় না। তাই ডলফিন দেখতে নদীতে কৌতূহলী মানুষের ভিড় দেখা যায়। উল্লেখ্য, পৃথিবীতে ১৭টি গণে প্রায় ৪০টি প্রজাতির ডলফিন রয়েছে। গঙ্গা নদীর শুশুক হল ভারত বাংলাদেশ ও নেপালে প্রাপ্ত স্বাদু জলের শুশুক বা ডলফিনের একটি প্রজাতি। এই শুশুক প্রজাতি প্রাথমিকভাবে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী এবং বাংলাদেশ ও নেপালের মাঝে প্রবাহিত তাদের শাখানদী গুলোতে দেখা যায়। বাংলাদেশে পদ্মা নদীতে গঙ্গা নদী শুশুকের অস্তিত্ব খুব কম হলেও মাঝে মাঝে তা দেখা যায়। ভারত সরকার গঙ্গা নদীর শুশুককে জাতীয় জলচর প্রাণী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে ধারণা করা হয় দশ মিলিয়ন বছর আগে মায়োসিন যুগে ডলফিনের উদ্ভব। কাতারে ডলফিনকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসাবে ধরা হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং খেলোয়াড় সুলভ মানসিকতা মানবসমাজের কাছে ডলফিনকে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছে। এই বিষয়ে শেখ আলতাভ আলি নামে একজন স্থানীয় মানুষ বলেন, ডলফিনটি আহত অবস্থায় ছিল। নদীর পাড়ে তোলার পরেই মারা যায়। তবে নদীতে কিভাবে এল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে গত দুই দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায় দ্বারকেশ্বর নদীতে জলের স্রোত বেড়েছে। সেই স্রোতেই হয়তো ডলফিনটি ভেসে এসেছে। এই বিষয়ে উত্তম কোলে নামে এক ব্যক্তি বলেন, ডলফিনটি নদী থেকে তোলার সময় বেঁচে ছিল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বনদপ্তর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় এবং গাঙ্গেয় ডলফিনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

SBI শাখা- স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা- ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১. শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

সংশোধনী

গত ইংরাজি ৩০.০৯.২০২৩ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপনের প্রথম লাইনে শাখার নাম- 'স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা' -এর পরিবর্তে **"শাখা- স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা"** পড়তে হবে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের বাকি অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in

অস্থাবর দফাগুলির অপসারণ

প্রতি,
কস্তুরী ভট্টাচার্য
পিতা প্রয়াত অমল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য
ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২, ১কিউ পিকনিক গার্ডেন, ইন্দ্রমতি অ্যাপা.
থার্ড লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

SARB/KOL/DM/17/162 — তারিখ : ০৫.০৫.২০২২

মহাশয়া,
অস্থাবর আসবাব এবং ফিক্সচার অপসারণ এবং বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ডিএম নির্দেশ মেমো নং ১৪২৯ তারিখ ১৮.১০.২০১৯ অনুযায়ী কস্তুরী ভট্টাচার্যকে বন্ধকদত্ত সম্পত্তি খালি করা
এ/সি নং -৩৮৩৫৮৯২৬৯৯৭ (সিআইএফ ৮৫১৪৩৯৭০৬৭৬) সার্ব ফাইল নং ১৮৬২৭,বকেয়া ২১,৭৬,৫১৬.০০ টাকা (মূল ৭২৯৯৭৬.৪০ টাকা এবং সুদ ১৪,৪৬,৫৩৯.৬০ টাকা কার্যকর তারিখ ০১.০৬.২০১৪ থেকে ০৫.০৫.২০২২) পর্যন্ত।

আমরা সংশ্লিষ্ট মাননীয় জেলা শাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেমো নং ১৪২৯, তারিখ ১৮.১০.২০১৯ (সংযুক্ত), আমাদের ঠিকানায় এবং একটি কপি প্রেরিত হয়েছে আপনাকে জেলা শাসকের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কস্তুরী ভট্টাচার্যর নামে ফ্ল্যাট নং ২, ১ কিউ পিকনিক গার্ডেন, ইন্দ্রমতী অ্যাপা. থার্ড লেন, কলকাতা-৭০০০৩৯ জামিনদত্ত সম্পত্তির অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই সার্ব কলকাতা, ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ এর স্বত্ব দখল নেওয়ার জন্য।
এমতাবস্থায়, আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বকেয়া পরিমাণ সম্পূর্ণ সুদ সহ ৭ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে। পরবর্তী অনাদায়ী বকেয়ার কারণে, আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবিলম্বে খালি করে তা আমাদের হেফাজতে স্থানান্তর করতে যাতে ব্যাঙ্ক তার বকেয়া উশুল করতে পারে।

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই সার্ব কলকাতা

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in

অস্থাবর দফাগুলির অপসারণ

প্রতি,
শেখ মুশারফ হোসেন
মুসাফা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, এম-২৪ অ্যাপার্টমেন্ট নং WV T2 002A G20 05
লাইফ কেয়ার হসপিটালের নিকট, আবু ধাবি, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস
যোগাযোগ নং : ৭২৭৮৫৭৪৪৬৪, ইমেল আইডি : mushoofk007@yahoo.com
শেখ মুশারফ হোসেন
কসাই পাড়া লেন, আর্সালান হোটেলের নিকট, পো. সার্কাস এভিনিউ, থানা - বেনিয়াপুকুর
কলকাতা - ৭০০০১৭, যোগাযোগ নং : ৯৯০৩৯৫৫৪৪৮
শেখ মুশারফ হোসেন
চেন্নাই জুয়েলার্স এলএলসি, আল দানা টাওয়ার্স শপ ১ এবং ২, ইউএই এক্সচেঞ্জের পিছনে
শার্জা, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, যোগাযোগ নং : ৯৭১৫৬৮৯৭৪৭১৪

SARB/GEN/18/AN/501 — তারিখ : ২৯.০৯.২০২৩

মহাশয়,
এনপিএ প্রস্তাব
সম্পত্তি খালি করে দেওয়ার নির্দেশ লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৬২৭৪০৫৯৬৮১ এবং ৩৬২৯৪৪৩৭৮৫৫, সার্ব ফাইল নং ১৯৪১৩ অধীনে
উল্লিখিত মতে আমরা আপনাকে অবগত করছি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নোক্ত সম্পত্তির ০৩.০৮.২০২৩ তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন সংশ্লিষ্ট নির্দেশ নং ২০৮২/সারফেসি তারিখ ২১.১১.২২ মহামান্য জেলাশাসক ২৪ পরগনা (উত্তর) কর্তৃক ইস্যুকৃত মতে।
সংশ্লিষ্ট পঞ্চনামা এবং দ্রব্যাদির তালিকা দখলদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত। বর্তমানে আপনাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট তালিকা অনুযায়ী দ্রব্যাদি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এই পত্র পাওয়ার তারিখ থেকে অপসারণ করতে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি খালি করে দিতে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সঙ্গে সম্পত্তির মধ্যস্থিত যাবতীয় দ্রব্যাদি সাধারণ নিলাম মাধ্যমে ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে বিক্রয় করতে বাধ্য হবে।

সম্পত্তির বিস্তারিত

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৩৫ বর্গফুট ৩য় তলে এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাণ ০৫ কাঠা ০১ ছটাক ৩ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা-কুস্টিয়া, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৩/১১ সি এন রায় রোড, থানা- তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৬ অধীন, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটের জন্য সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সি এন রায় রোড,দক্ষিণে : নিমাই ঘোষের ভবন,পূর্বে :অশোক চক্রবর্তীর ভবন, পশ্চিমে : গৌরী ঘোষের ভবন সমন্বিত। **সম্পত্তি শেখ মুশারফ হোসেনের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৬০৩-০৬১০৬/২০১৬।**

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই সার্ব কলকাতা

बैंक ऑफ़ इंडिया **Bank of India BOI** Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২
ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩, ইমেল - bardhaman.assetrecovery@bankofindia.co.in
২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের মূল এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ ইস্যু এবং প্রেরিত হয়েছিল কিন্তু নোটিশগুলি অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত/সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ / এনপিএ-র তারিখ	১. অনুমোদিত সীমা ২. বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী সদর আলম** আম্বেদকার রোড, মুসলিমপাড়া, **(ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা)** **হাউসিং লোন এ/সি নং :** ৪২৩১৭৫১১০০০০০৫৯ শাখার নাম : **জামুড়িয়া**	দলিল নং ১-২৮৮৩ তারিখ : ১১.০৫.২০১৭, থানা - আসানসোল পুরসভা, প্লট নং ৩০১৩২ (আরএস), আরএস খতিয়ান নং ৪০৯৩, জেএল নং ২০, জমির পরিমাণ ৫.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি-বাস্তু।	০৮.০৮.২০২৩ / ২৯.০৭.২০২৩	**১. হাউজিং লোন : ২৫,০০,০০০.০০ টাকা** **২. ২৮,৭৩,৯১৯.৫৮ টাকা** (আঠাশ লাখ তিয়াত্তর হাজার নশো উনিশ টাকা এবং আটান্ন পয়সা) টাকা (সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) পরবর্তী সুদ বার্ষিক ৮.১৫ শতাংশ হারে মাস অন্তর কম্পাউন্ড এবং অন্যান্য শুল্ক, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
২.	**শ্রী করুণেশ কুমার তিওয়ারি** পিতা কুবের নাথ তিওয়ারি, কল্যাণপুর হাউসিং এস্টেট এএস৫/১৩/১ একতলা, আসানসোল - ৭১৩৩০৫, **(ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা)** **হাউসিং লোন এ/সি নং :** ৪১৮৬৭৫১১০০০০১০৫ শাখার নাম : **আসানসোল**	জমির পরিমাণ ৩.০ কাঠা (২১৬০ বর্গফুট বা ৫.০ ডেসিমেল) আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬০৬, আরএস খতিয়ান নং ৮১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৮, জেএল নং ৩২, বাস্তু জমি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অভয় এবং সারদা সমুনের জমি, দক্ষিণে : রাজেশ কুমার ঝা এর জমি, পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : রাজেশ কুমার ঝা এর জমি। মৌজা- কন্যাপুর, পাচগাছিয়া,পশ্চিম বর্ধমান আনন্দম রেসিডেন্সি, আসানসোল, গোরাংদি, পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৩৪, পশ্চিমবঙ্গ, নুনি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।	০৮.০৯.২০২৩ / ১৮.০৮.২০২৩	**১. হাউজিং লোন : ৩৬,১৯,০০০.০০ টাকা** **২. ২৩,২১,১০৩.৯৭ টাকা** (তেইশ লাখ একুশ হাজার একশো তিন টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা) টাকা (সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) পরবর্তী সুদ বার্ষিক ৯ শতাংশ হারে মাস অন্তর কম্পাউন্ড এবং অন্যান্য শুল্ক, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

নোটিশ প্রেরণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ৬০ দিন অতিক্রান্তে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারারা উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে।

তারিখ: ০১.১০.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United
[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল SASTRA সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার/গণ হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) কলকাতা কেটোপোল ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী মানধাতা সিং সহ-ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি নীলু সিং	**সম্পত্তি ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ১৮/৫ টাইপ বি (আর), ৩য় তলে, স্বর্ণিকা কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি.অধীনে অবস্থিত সরসুনা হাউসিং এস্টেট, ফেজ -২, তৃতীয় তলে, সিমেন্ট দ্বারা সম্পন্ন পরিমাণ আনুমানিক ৭২ বর্গ মিটার বা ৭৭৪.৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ প্লিন্থ এরিয়া, বি (আর) টাইপ স্থিত এক বেড রুম, এক লিভিং রুম, এক কিচেন, এক বারান্দা এবং এক টয়লেট, মৌজা- সরসুনা, দক্ষিণ বেহালা, জেএল নং ১৬ এবং ১৭, ওয়ার্ড নং ১২৭, বোরো নং ১৪, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,পো সরসুনা, থানা-সরসুনা প্রেমিসেস নং ৪, হো টি মিন সরণি, বীরেন রায় রোড (প),দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৬১। **সম্পত্তির মালিক : মান্ধাতা সিং এবং নীলু সিং। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ভবন নং বি (আর) ১৭, দক্ষিণে : অভ্যন্তরীন কো-অপারেটিভ হাউসিং এর সড়ক, পূর্বে : অভ্যন্তরীন কো-অপারেটিভ হাউসিং এর সড়ক, পশ্চিমে : অভ্যন্তরীন কো-অপারেটিভ হাউসিং এর সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং সি-৪, চতুর্থ তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫৮ বর্গফুট কমবেশি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জি-৪ তলা ভবনে অবস্থিত আরএস দাগ নং ৫৪, ৫৫, এবং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং ১৪৪, ২২২, নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ২০২, ১৪৮, এবং ৩৬৩, মৌজা- রামনগর, জেএল নং ২৬, আরএস নং ৭৪, তৌজি নং ৬৫, এলআর তৌজি নং ২৯, থানা- মহেশতলা, হোল্ডিং নং এফ৪-২১৭/২, গঙ্গারামপুর রোড, পি-২, আরএইচএস -বেহালা ওয়ার্ড নং ২৩,মহেশতলা পুরসভা অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৪১। **সম্পত্তির মালিক নীলু সিং। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া গঙ্গারামপুর রোড, দক্ষিণে : দাগ নং ৫৩ জমি, পূর্বে : শিবু মন্ডল এবং অন্যান্যর জমি এবং দাগ নং ৫৬ এবং ৬৭ জমি,পশ্চিমে : অশুতোষ রায় এবং বৃন্দাবন মন্ডলের জমি এবং দাগ নং ৫৬ জমি সমন্বিত।	ক) ২০.০৭.২০২৩ খ) ২৯.০৯.২০২৩ গ) ১৯,৫১,৬৭৫.৭২ টাকা ০১.০৭.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) বরিষা ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতাগণ : সৌভিক ব্যানার্জি, স্বত্বা. মেসার্স স্কেচওয়েব সলিউশনস জামিনদাতাগণ : ১. রেবা চ্যাটার্জি ২. পর্না চক্রবর্তী ৩. রত্না ব্যানার্জি ৪. সৌম্য ব্যানার্জি ৫. স্বপ্না ব্যানার্জি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমির পরিমাণ কমবেশি ১ (এক) কাঠা ৭(সাত) ছটাক এবং দোতলা এবং অংশত তিন তলা ভবন/নির্মাণ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৪, (ডাক ঠিকানা নং ২৩/১ শশী ভূষণ ব্যানার্জি রোড), প্লট নং ডি/১, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৮, মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮, ১০, ১২-১৬, এবং ৫, আরএস খতিয়ান নং ৪১৭ এবং ১০৫১,আরএস দাগ নং ৫৩৩, পুর হোল্ডিং নং ১৯, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং সি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : সাধারণ নিকাশি, পশ্চিমে : প্লট নং ডি জমি সমন্বিত। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী রেবা চট্টোপাধ্যায়, রেবা চ্যাটার্জি হিসেবেও পরিচিত,** স্বামী ধর্মদাস চট্টোপাধ্যায়।	ক) ২৬.০৫.২০২৩ খ) ২৮.০৯.২০২৩ গ) ২০,৬৯,৫৯২.৬৩ টাকা ০১.০৫.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৩.	ক) নাকতলা ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা এবং মালিক : শ্রী বিশ্বজিৎ পাল মেসার্স উষা গার্মেন্টস -এর স্বত্বাধিকারী	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তিনতলা ভবন এর নাম 'জিৎ', প্রেমিসেস নং ৭৩৩, বি-১/৯, ব্রহ্মপুর, নর্দার্ন পার্ক, মৌজা-ব্রহ্মপুর,জেএল নং ৪৮, আরএস দাগ নং ১৬৯, সাবেক খতিয়ান নং ৫১৮, হাল দাগ নং ২৮.২৯.৩., থানা -বাঁশদ্রোণী, কেএমসি অধীন, কলকাতা - ৭০০০৭০ ঠিকানায় মোট জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৫ ছটাক ১৪ বর্গফুট, **স্বত্বাধিকারী : বিশ্বজিৎ পাল,** পিতা মদন গোপাল পাল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৫ কেএমসি রোড, দক্ষিণে : সঞ্জয় ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পূর্বে : ১/৮ ব্রহ্মপুর (ব্লেসিং অ্যাপার্ট।) পশ্চিমে : বি-১/৮ ব্রহ্মপুর নর্দার্ন পার্ক সমন্বিত।	ক) ২৮.০৬.২০২৩ খ) ২৭.০৯.২০২৩ গ) ১৮,০৩,৫৭১.৭৭ টাকা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০১.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আবাসের তালিকায় নাম থেকেও ঘর না পাওয়ার দাবি গ্রামবাসীর

তিন শিশুর মৃত্যুতে প্রশ্নের মুখে সরকারের ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বোড়ামারা গ্রামের সকলের আবাসের তালিকায় নাম এসেছিল বলে দাবি। সকলেই ভেবেছিলেন এবার কাঁচা বাড়ি ছেড়ে পাকা বাড়িতে আশ্রয় পাবেন। কিন্তু সেই বাড়ি পাওয়ার আগেই ঘটে গেল মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা। দেওয়াল চাপা পড়ে তিন শিশুর মর্মান্তিক এই মৃত্যুতে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের টানাপোড়েনকেই।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বোড়ামারা গ্রামে সব মিলিয়ে প্রায় ২০ থেকে ২২টি পরিবারের বসবাস। এই গ্রামের প্রতিটি পরিবারেরই বাড়ি কাঁচা। আবাস যোজনা প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকায় এই গ্রামের প্রত্যেকেরই নাম এসেছিল বলে দাবি স্থানীয় বাঁকাদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের। তাঁর দাবি, গ্রামের সকলেই আশা করেছিলেন এবার অন্তত তাঁরা কাঁচা বাড়ি ছেড়ে মাথার ওপর পাকা ছাদ পাবেন। কিন্তু কোনও অজানা কারণে সেই আবাস আর মেলেনি। অগত্যা কাঁচা বাড়িতেই দিনযাপন করতে হত গ্রামের প্রত্যেককে। সেই কাঁচা বাড়ির দেওয়ালই কেড়ে নিল ছোট্ট তিন শিশুর জীবন।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য এর জন্য দুষেছেন কেন্দ্রের সরকারকেই। বিষ্ণুপুরের সাংসদ অবশ্য পালটা এর জন্য কাঠগড়ায় তুলেছে রাজ্য সরকারকে। আবাস নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির এই পারস্পরিক চাপানউতোরের মাঝেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল আবাস প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য চাপানউতোরকেই।

গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় যুগান্তকারী পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ ক্ষেত্রের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামের মানুষের কথা ভেবে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত মান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপনীত করার কাজ শুরু হয়েছে। সেখান থেকে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়াও শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই পরিষেবা আরও বাড়বে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর ফলে মহকুমা, জেলা ও অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে যেমন রোগীর চাপ কমছে তেমনই নিজের এলাকায় বসে কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ ও চিকিৎসাও মিলছে। এই উন্নত ভাবনা ও পরিষেবার নাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত'। ইতিমধ্যে এই পরিষেবার সুফল পাচ্ছেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষ।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য নানান প্রকল্প এনে মানুষকে পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। এবার 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' এর মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতিটি পঞ্চায়েতের এলাকার আয়তনের ওপর নির্ভর করে একাধিক উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র আগেই তৈরি করা হয়েছিল। এবার সেই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপনীত করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই জেলায় ৮০-৯০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপনীত করা হয়েছে। সেখানে একজন বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্সকে কমোনিটি হেলথ্ অফিসার (সিএইচও) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সেখানে নন কনটাজিয়াস ডিজিজ বা সংক্রামিত নয় এমন রোগ যেমন হাইপার টেনশন, সুগার, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে। তিনি জানান, গ্রামের মানুষ সবসময় শহরের বড় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করতে পারেন না। তাঁরা নিজের এলাকার সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে সিএইচওকে তার সমস্যার কথা বললে তিনি তার সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে রোগীর সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়ে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রেসক্রিপশনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। রোগ জটিল হলেই তাঁকে হাসপাতালে যোগাযোগের পরামর্শ দিচ্ছেন। এতে রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য শহরের বড় হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। তাঁর অর্থ, সময় ও যাতায়াতের কষ্ট সবটাই লাঘব হচ্ছে। জেলাশাসক আরও জানান, আগামী দু' বছরের মধ্যে জেলার ১৯৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপনীত হবে। সেক্ষেত্রে গ্রামীণ ক্ষেত্রের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুগান্তকারী পরিবর্তন মিলবে।

ক্ষোভের মুখে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে তিন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় শুরু হল রাজনৈতিক চাপানউতোর। আজ ঘটনার পর বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যান বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। মৃত শিশুদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে গোটা ঘটনার জন্য সাংসদ দায় ঠেলেছেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। পরে সাংসদ গ্রামেও যান। গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও তাঁর আপ্ত সহায়ককে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ক্ষোভের মুখে পড়ে কোনও ক্রমে গাড়িতে চড়ে গ্রাম ছাড়েন সাংসদ।

স্থানীয়দের দাবি, সাংসদ রাজনীতি করতে গ্রামে এসেছেন। সাংসদের দাবি, রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে চুরি করার জন্যই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে তৃণমূল সেই অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছে, কেন্দ্রের সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ টাকা বন্ধ করাতেই এই দিন দেখতে হল।

আত্মঘাতী ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। পরিবারের দাবি, বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকার আকুই গ্রামের বাসিন্দা ৫৩ বছরের ভিগুরাম খাঁ নামে ওই ব্যক্তি। কী কারণে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হন তিনি, তার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

পরিবারের সদস্যদের কাছে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে বিষ খান তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে রেফার করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ। এরপরেই শুক্রবার সন্ধ্যায় চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

জাতীয় পুষ্টি মাস উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে এক অভিনব উদ্যোগ শিক্ষিকাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলে এবার শুধু ছাত্রীদের পঠনপাঠন নয়, ছাত্রীদের অন্য দিশা দেখাতে অভিনব উদ্যোগ শিক্ষিকাদের। ছাত্রীদের নিয়ে এমনই এক নজির গড়ল নদিয়ার শান্তিপুর সুত্রাগড় অঞ্চলের গার্লস হাইস্কুল। জাতীয় পুষ্টি মাস উপলক্ষ্যে কন্যাশ্রী ক্লাবের সহযোগিতায় স্কুলের মনোরম পরিবেশে বিভিন্ন সুস্বাদু খাবারের ডালি নিয়ে বসানো হয় ১২টি স্টল। এক একটি স্টলে রয়েছে পাঁচজন করে ছাত্রী, আর হরেক রকম খাবারের তালিকায় রয়েছে আলুকাবলি, ঝালমুড়ি, দই ফুচকা, জল ফুচকা, চিকেন পকোড়া, মোমো, শরবত, রুটি-তরকা, পিঠে, চাউমিন, সেমাই, চা, চুরমুর সহ বিভিন্ন খাবার। তবে মাথায় সেভ ক্যাফ ও হাতে গ্লাভস পড়ে পরিবেশন করতে দেখা যায় প্রত্যেকটি ছাত্রীকে।

স্কুলের এই অভিনব উদ্যোগ নিয়ে প্রধান শিক্ষিকা আইবি প্রামাণিক জানান, স্কুলের ছাত্রীরা একটা সময় পড়াশোনা শেষ করে যে যার মতো চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু স্কুল জীবনের স্মৃতি থেকেই যায়। অনেক ছাত্রী হয়তো হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইবে, তখন নিজেদের হাতে তৈরি করা খাবার কী ভাবে পরিবেশন করতে হয়, বা কোন কোন খাবারে কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে হয় অনেকটাই জানা থাকল তাদের। তবে শুধু স্কুলের শিক্ষিকাদের নয়, ছাত্রীদের মধ্যে এতটাই ইচ্ছে শক্তি বেড়ে ওঠে যে দু'-একদিনের সিদ্ধান্তেই সবটাই করে দেখাতে পারল ছাত্রীরা। প্রধান শিক্ষিকা এও জানিয়েছেন, তাদের এই উদ্যোগ বেছে নিয়েছিলেন পঠনপাঠনের মাঝে টিফিন টাইমের সময়টা, যাতে পঠনপাঠনের কোনও ক্ষতি না হয়।

অন্যদিকে উৎসাহের সুরে স্কুলের ছাত্রীরা জানিয়েছেন, 'সত্যিই আমরা খুব খুশি, আমরা কখনওই ভাবিনি যে নিজের হাতে এত খাবারের তালিকা তৈরি করতে পারব। শিক্ষিকারা যদি পাশে না থাকত সবটা করে ওঠা সম্ভব হত না। আমরা নিজেরাই বাড়ি থেকে সমস্ত খাবারের উপকরণ তৈরি করে, এরপরে স্কুলে এসে স্টলে সাজায়, আর বিভিন্ন খাবারগুলি কিনে নেন স্কুলের শিক্ষিকারা ও অন্যান্য ছাত্রীরা।'

দিল্লির জন্য চাওয়া ট্রেনের টাকা রেলের বিরুদ্ধে ফেরতের অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে দিল্লিতে আগামী ২ ও ৩ অক্টোবর আন্দোলনে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস। তারই আগে দলের নির্দেশ মেনে শনিবার দুপুর ৩টে থেকে এই প্রসঙ্গে পানাগড় বাজারের লায়েন্স ক্লাবের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলন করল কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্ব।

ব্লকের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকারের অভিযোগ, দিল্লি যাওয়ার জন্য রেল মন্ত্রকের কাছে রাজ্যের মানুষের জন্য ট্রেন চাওয়া হয়েছিল। তার জন্য টাকাও দেওয়া হয়। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই টাকা রেল মন্ত্রক ফেরৎ দিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এদিনের সভা থেকে তার প্রতিবাদ জানান তৃণমূল কর্মীরা। তিনি জানিয়েছেন, আগামী অক্টোবর মাসের ২ তারিখ দিল্লিতে রাজ্যের বকেয়া আদায়ের দাবিতে যখন তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাবে সেই সময় রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েতের সামনে সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে 'গান্ধী গ্রাম সভা' কর্মসূচি পালন করা হবে। পাশাপাশি অক্টোবর মাসের ৩ তারিখ যন্তরমন্তরের আন্দোলন জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হবে সাধারণ মানুষের সামনে।

বাঁকুড়ায় সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পরিশোধ করা ঋণের সুদ ভর্তুকির টাকা দেওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা চলছিলই বলে দাবি। সম্প্রতি এলাকার স্বনির্ভর দলগুলির সদস্যারা জানতে পারেন, ঋণ না পেলেও তাঁদের গোষ্ঠী পিছু ১৮ হাজার টাকা করে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে স্থানীয় সমবায় সমিতি। ঘটনা বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের রাজগ্রাম সমবায় সমিতির। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসে সমবায় সমিতি কর্তৃপক্ষ ও বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। তড়িঘড়ি স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু তারপরও সমস্যা থেকে যাওয়ায় ওই সমিতি থেকে সমস্ত অ্যাকাউন্ট তুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্বনির্ভর দলের সদস্যারা।

বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের রাজগ্রাম সমবায় সমিতিতে অ্যাকাউন্ট রয়েছে কমবেশি এলাকার আশিটি স্বনির্ভর দলের। সবমিলিয়ে এই স্বনির্ভর দলগুলির সদস্যার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের দাবি, দলের নামে ঋণ নিয়ে সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনে তা পরিশোধ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করায় তাঁদের দেওয়া সুদের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ ভর্তুকি পাওয়ার কথা।

সদস্যাদের অভিযোগ, সুদ ভর্তুকির সেই টাকা সমিতিতে চলে এলেও, তা স্বনির্ভর দলগুলিকে দিতে টালবাহানা করছে রাজগ্রাম সমবায় সমিতি। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি স্বনির্ভর দলগুলির অজান্তেই অযথা তাঁদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৮ হাজার টাকা ঋণের বোঝা। এই ১৮ হাজার টাকা ঋণের বিষয়টি সমিতিতে বারেবারে জানতে চাওয়া হলে সদস্যাদের দাবি, সে ব্যাপারে সমিতি খোলসা করে কিছু জানায়নি। এর জেরে দিন দুই আগে রাজগ্রাম সমবায় সমিতিতে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্বনির্ভর দলের সদস্যারা।

সে সময় সমিতি ও প্রশাসন দ্রুত স্বনির্ভর দলগুলির বিক্ষুব্ধ সদস্যাদের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেয়। আজ সমিতি কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা বৈঠক স্থলে গেলে সেখানে তাঁদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত সমিতির তরফে স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের গোটা বিষয়টি খুলে বলা হলেও তাতে বরফ গলেনি স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের। ক্ষুব্ধ সদস্যাদের দাবি, যে ভাবে তাঁদের প্রতি রাজগ্রাম সমবায় সমিতি বঞ্চনা ও প্রতারণা করেছে, তাতে ওই সমিতিতে তাঁরা আর দলের অ্যাকাউন্ট রাখবেন না।

সমিতি কর্তৃপক্ষের দাবি স্বনির্ভর দল পিছু ১৮ হাজার টাকার ঋণ মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু ওই ঋণ শোধের ক্ষেত্রে সদস্যাদের সমস্যায় পড়তে হবে ভেবে ওই ঋণ বিতরণ না করে সদস্যাদের নামে আসা ঋণ সরাসরি পরিশোধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঋণের কোনও বোঝাই স্বনির্ভর দলগুলিকে বহন করতে হবে না। বাঁকুড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে, স্বনির্ভর দলের মহিলাদের বিষয়টি বুঝিয়ে ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করা হবে।

বেহাল দশা বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম নয় নম্বর রাজ্য সড়ক সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া : বেহাল দশা বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম নয় নম্বর রাজ্য সড়কের সিমলাপাল থেকে রাইপুরের ফুলকুশমা পর্যন্ত। কোথাও কোথাও দেখলে মনে হবে রাজ্য সড়ক নয় ছোটখাট জলাশয়। আর তার মধ্য দিয়েই চলছে ঝুঁকির যাতায়াত, ঘটছে ছোট দুর্ঘটনাও। রাস্তার বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রী থেকে বিভিন্ন যানবাহনের চালকরা। রাষ্ট্র স্তার বেহাল দশা ও দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে বিধায়কের দাবি, দ্রুত সংস্কার হবে এই রাস্তা।

উল্লেখ্য, বাঁকুড়া থেকে ঝাড়গ্রাম নয় নম্বর রাজ্য সড়কের সিমলাপাল, পিড়রগাড়ি মোড়, রাইপুর হয়ে ফুলকুশমা পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা দীর্ঘদিনের। গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্য সড়ক যাতায়াতের জন্য তো বটেই পণ্য পরিবহণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাস্তার এই অংশে অধিকাংশ জায়গাতেই উঠে গিয়েছে পিচের আস্তরণ, বেরিয়ে পড়েছে পাথর। রাস্তায় বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে গর্ত। কোথাও কোথাও এই গর্ত এতটাই বড় যে হঠাৎ করে দেখলে রাজ্য সড়ক বলে মনেই হবে না।

এলাকাবাসী থেকে যান াহনের চালক সকলের অভিযোগ, প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। আবার যানবাহনের চালকদের অভিযোগ, দুর্ঘটনা তো ঘটছেই পাশাপাশি যানবাহনের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, একেবারে যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এই রাস্তা। গাড়ি চালকদের অভিযোগ, গাড়ি চালাতে গিয়ে মাঝে মাঝেই গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে স্প্রিং পাতি মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি মিলিয়ে সারাদিনে কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে। অবিলম্বে সংস্কার হোক এই রাস্তার, দাবি সকলেরই।

তবে রাস্তার বেহাল দশার কথা এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। তিনি জানান, জঙ্গলমহলের কর্মসূচিতে গিয়ে পর রাস্তার অবস্থা নিজে পরিদর্শন করেছেন। যাতে খুব দ্রুততার সঙ্গে রাস্তার সংস্কার হয় এবং সাধারণ মানুষদের বিহার রাস্তার জন্য যে সমস্যা হচ্ছে তার সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে।

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষুব্ধ জেলাশাসক, বিডিওকে ভর্ৎসনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষুব্ধ হলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ নম্বর ব্লকে রাস্তা পরিদর্শনে যান জেলাশাসক। সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। তিনি এলাকার বেশ কয়েকটি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি তিনি যান মীরপুর থেকে রামচন্দ্রপুর কালিতলা পর্যন্ত ১.৭ কিলোমিটার পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি নতুন রাস্তা দেখতে। নতুন রাস্তার হাল দেখে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বিডিও অনিশা যশ ও দায়িত্বে থাকা বাস্তুকারকে রীতিমতো ভর্ৎসনা। তিনি বলেন, 'আপনারা ভাবলেন আমি রাস্তা পরিদর্শনে এসে হুঁশ করে গাড়ি নিয়ে চলে যাব।'

জেলাশাসক একদম প্রস্তুতি নিয়েই গিয়েছিলেন শনিবার রাস্তা পরিদর্শনে। কোদাল দিয়ে পিচ রাস্তা খুঁড়ে জেলাশাসককে দেখানো হয় রাস্তার হালহকিকত। এতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝির। তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন। তিনি তাঁদের সমস্যার কথার পাশাপাশি তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগও শোনেন। জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট আধিকারিক তথা বিডিকে নির্দেশ দেন আবার রাস্তা নতুন করে তৈরি করতে। কয়েকদিন আগে জেলা প্রশাসনের বাস্তুকার সহ আধিকারিকরা রাস্তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এর আগে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার রাস্তার কাজের মান নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

ঋণ না নিয়েও স্বনির্ভর দলগুলির ঘাড়ে ১৮ হাজার টাকা ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ, এর প্রতিবাদে ও অবিলম্বে সুদ ভর্তুকির টাকার দাবীতে স্বনির্ভর দলের মহিলারা

একবেলা খেয়েই ৯২ নটআউট রামরঞ্জন দত্তর

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

রামরঞ্জন দত্ত, ভোটার কার্ড অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বয়স ৯২। দেখে মনে হবে সবেমাত্র সত্তরের ঘরে ঢুকেছেন। চটপটে, এনার্জিতে ভরপুর এই বৃদ্ধ খান একবেলা। একবেলা খেয়েই বয়সকে হার মানিয়ে পুরোদমে করছেন জীবনযাপন। বাঁকুড়ার এই বৃদ্ধ ভারতের স্বাধীনতার আগের এবং পরের দুই পরিস্থিতিই দেখছেন। দেখেছেন কী ভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে দেশের রূপ। কী ভাবে উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে দুর্নীতি এবং ভেজাল। বর্তমান সময়ে যখন চারিদিকে ভেজাল, তখন কী ভাবে সুস্থ ভাবে লম্বা জীবনযাপন করতে হয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ তিনি। নব্বই ঊর্ধ্ব বাসিন্দা চাক্ষুষ দেখেছিলেন নেতাজিকে।

কী ভাবে আয়ু বাড়ানো যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, খাবারই হল বিষ। যত কম আহার, তত বেশি আয়ু। নিজে এক বেলাই খান। প্রায় ৪০-৫০ বছর ধরে একবেলা খেয়েই রয়েছেন তিনি। নিজের কাজ নিজেই করেন। দরকার পড়লে হেঁটে যান সব জায়গায়। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। এই বৃদ্ধই যেন সাধারণ যাপনের মূর্ত প্রতীক। কানে একটু কম শোনেন, চোখে ছানি থাকলেও, গরগর করে পড়তে পারেন বই। এই কিছুদিন আগেই সেই কারণেই হয়তো বয়সকেও। কাছাকাছি এক গণেশ পূজার উদ্বোধন করেন তিনি। গিয়েছিলেন হেঁটেই। একসময় ছাতনা থেকে বাঁকুড়া শহর সিনেমা দেখার জন্য হেঁটেই যাতায়াত করতেন তিনি। ছাতনা থেকে বাঁকুড়া শহরের দূরত্ব কমপক্ষে ১০ কিলোমিটার।

আজকাল অর্থের জন্য অনেকেই নিজের স্বাস্থ্যকে বঞ্চিত করেন। তার সঙ্গে রয়েছে মানসিক চাপ এবং মানসিক অবসাদ। বর্তমান যুগে সব কিছুই একটি বোতাম টিপলেই হয়ে যায়। যার ফলে কমে গিয়েছে অ্যাকটিভিটি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শরীর। বাসা বাঁধছে রোগ, কমছে আয়ু। কিন্তু রামরঞ্জনবাবুকে দেখলে বোঝা যায় আগেকার দিনে আর্থিক প্রাচুর্য্য এবং সুযোগ সুবিধা না থাকলেও, ছিল খাটার এই বৃদ্ধ হার মানিয়েছে বাঁকুড়ার

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেই দেশে হবে জাতগণনা

মধ্যপ্রদেশে ভোট-প্রতিশ্রুতি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: পাঁচ মাস আগে কর্নাটকে বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে প্রথম জাতগণনার দাবি তুলেছিলেন রাহুল গান্ধি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওবিসি জনগোষ্ঠীর প্রতি ন্যায়বিচারের। শনিবার ভোটমুখী রাজ্য মধ্যপ্রদেশে দলের কর্মসূচিতে রাহুল জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে ওবিসিদের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্য জাতসুমারি করাবে কংগ্রেস।

শাজাপুর জেলার কালাপিপলে কংগ্রেসের সভায় রাহুল বলেন, 'ক্ষমতায় আসার পরেই, আমরা প্রথম কাজটি যা করব তা হল, দেশের ওবিসিদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য একটি জাতভিত্তিক গণনা করা। কারণ তাঁদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানেন না।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিকবার নিজের ওবিসি পরিচয় তুলে ধরে দাবি করেছেন, ওবিসিদের জন্য তাঁর জমানায় যত কাজ হয়েছে, তা আগে হয়নি। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আগেই রাহুল অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যাঁরা চালান, সেই সরকারি সচিবদের ৯০ জনের মধ্যে মাত্র তিন জন ওবিসি।

মনমোহন সরকারের আমলে মহিলা সংরক্ষণ বিলে ওবিসি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের দাবি মেনে নেয়নি কংগ্রেস। ২০১০ সালে সে কারণেই সমাজবাদী পার্টির প্রধান মুলায়ম সিং যাদব, আরজেডি সভাপতি লালু প্রসাদেরা ওই বিলের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু চলতি মাসে সংসদে নরেন্দ্র মোদি সরকারের পেশ করা মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সময় কার্যত ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল মহিলা সংরক্ষণের মধ্যে ওবিসি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণেরও দাবি তুলেছিলেন।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা

কুপওয়াড়া সীমান্তে সেনার গুলিতে খতম দুই জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩০ সেপ্টেম্বর: অনন্তনাগের ঘটনার পর ফের কাশ্মীর সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা। যদিও সেই চেষ্টা রুখে দিল সেনা। কুপওয়ারা জেলার মাচিল সেক্টরে দুই জঙ্গিকে খতম করল নিরাপত্তারক্ষীরা। অত্যাধুনিক একে রাইফেল-সহ ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনা। গোটা এলাকা ঘিরে আরও দুই জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

অনন্তনাগের সপ্তাহব্যাপী সংঘর্ষের পর থেকেই সতর্ক রয়েছে ভারতীয় সেনা এবং কাশ্মীর পুলিশ। কুপওয়ারার এসএসপি যোগুল মানহাস জানান, গোয়েন্দা সূত্রে খবর ছিল, ভারী অস্ত্র-সহ মাচিল সেক্টরের কুমকাদি এলাকায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাতে পারে বেশ কয়েকজন জঙ্গি। সেই চেষ্টাই বানচাল করেছে নিরাপত্তারক্ষীরা। খতম করা হয়েছে দুই জঙ্গিকে। আরও দুই জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি অভিযান চানানো হচ্ছে। বেশ কিছু অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জঙ্গি দমন অভিযান চলাকালীন অনন্তনাগে

সেনা ও কাশ্মীর পুলিশের চার আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছিল। খতম করা হয় লস্কর কমান্ডার উজের খান ও আরও এক জঙ্গিকে। তার আগে আরও দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছিল। পাক সেনার কভার ফায়ারের সাহায্যে পলাতক হয়েছিল এক জঙ্গি। সব মিলিয়ে গত এক মাসে উত্তপ্ত উপত্যকার সীমান্ত অঞ্চলগুলি।

মার্কিন সফরে গিয়ে কানাডাকে আক্রমণ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের

ওয়াশিংটন, ৩০ সেপ্টেম্বর: বাক স্বাধীনতা কী, আমাদের অন্য কোনও দেশের কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন নেই। পাঁচদিনের মার্কিন সফরে গিয়ে বিদেশের মাটি থেকে শনিবার কানাডাকে এভাবেই আক্রমণ করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, আমরা গণতন্ত্রে বাস করি। বাক স্বাধীনতা কী, তা আমাদের অন্য কোনও দেশের কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন নেই। আমাদের মনে হয় না বাক স্বাধীনতা কোনও ধরনের হিংসায় উসকানি দিতে পারে। আমাদের কাছে তা স্বাধীনতার অপব্যবহার, স্বাধীনতা রক্ষা নয়। সান ফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় কনসুলেটে বসে বিদেশমন্ত্রী কানাডায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের খালিস্তানি হুমকি দেওয়া প্রসঙ্গেও কথা বলেন। তিনি বলেন, আপনারা যদি আমার জায়গায় থাকতেন, তবে কী করতেন? যদি আপনাদের দূতাবাসে, আপনাদের রাষ্ট্রদূতদের হুমকি দেওয়া হত, তাহলে আপনারা কী করতেন?

খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের মৃত্যু ঘিরেই ভারত ও কানাডার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। সেই প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী আরও জানান, নিজ্জরের মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক ও তার জেরে দুই দেশের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে ভারত ও কানাডা পারস্পরিক আলোচনা করবে। মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিনকেন ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভানের কাছেও তিনি ভারত-কানাডার দ্বিপাক্ষিক দূরত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন বলে জানান। তিনি বলেন, আমরা আলোচনার দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, এমন নয়। তবে আমাদেরও সুযোগ দিতে হবে, যার দিকে আশাবাদী থাকতে পারি। যদি ওরা আমাদের সঙ্গে তথ্য ভাগ করে, তবে আমরাও সেই বিষয়টি দেখতে পারি।

ভিক্স খোল ইন্ডিয়া বোল অ্যানথেমের উদ্বোধনে (বাম থেকে ডাইনে) প্রক্ট্যার অ্যান্ড গ্যাম্বল-এর ক্যাটেগরি লিডার সাহিল শেঠি, ইন্ডিয়া সিঙ্গিং হ্যান্ডস-এর ফাউন্ডার ও সিইও যুবরাজ সিং ও অলোক কেজরিওয়াল।

উজ্জয়িনীর ধর্ষিত কিশোরীকে দত্তক নিতে চাইলেন পুলিশকর্তা

ভোপাল, ৩০ সেপ্টেম্বর: উজ্জয়িনীর ধর্ষিত কিশোরীকে দত্তক নিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন এক পুলিশ আধিকারিক। তিনি জানান, কিশোরীর পরিবার চাইলে তিনি ওর শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ সব রকম দায়িত্ব নিতে চান। নিজের কন্যার মতো ওকে আগলে রাখতে চান। বছর বারোর কিশোরীর ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে গত পাঁচ দিন ধরে শোরগোল চলছে মধ্যপ্রদেশে। ইতিমধ্যেই এক অটোচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উজ্জয়িনীর নির্যাতিত কিশোরীকে দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শহরের মহাকাল থানার ইনস্পেক্টর অজয় বর্মা। এক সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'কিশোরীর চিৎকার, ওর পরিস্থিতি দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম। তখনই আমি স্থির করি, কিশোরীর সম্পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব নেব। ওকে দত্তক নেব। কিন্তু দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়া আমার জানা নেই। কিন্তু ওর শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সব সব রকম দায়িত্ব নিতে রাজি।' উজ্জয়িনীর পুলিশ সুপার সচিন শর্মা জানিয়েছেন, ইনস্পেক্টর অজয় বর্মা

কিশোরীকে দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যদি ওর পরিবার অনুমতি দেয়, তা হলে কিশোরীর দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব নেবেন ইনস্পেক্টর বর্মা। ইনস্পেক্টর জানিয়েছেন, কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে কথাও হয়েছে। শুধু পরিবারের অনুমতির অপেক্ষা। তার পরই দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

২০০০ টাকার নোট বদলের সময়সীমা বাড়াল আরবিআই

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: বাতিল ঘোষিত হওয়া ২ হাজার টাকার নোট বদলের সময়সীমা আরও এক সপ্তাহ বাড়াল রিজার্ভ ব্যাংক। আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পুরনো ২০০০ টাকার নোট বদল করা যাবে। জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক ।মে মাসের মাঝামাঝি রিজার্ভ ব্যাংক বাজার থেকে সব ২০০০ টাকার নোট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বিবৃতি জারি করে আরবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, কারও কাছে ২০০০ টাকার নোট থাকলে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা ব্যাংকে জমা করে বদলে ফেলতে হবে। একবারে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জমা করা যাবে। যে কোনও ব্যাংকেই এই নোট জমা করে কিংবা বদলে ফেলে অন্য নোট নেওয়া যাবে। রিজার্ভ ব্যাংকের সেই ডেডলাইন রবিবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে এখনও রিজার্ভ ব্যাংকের ঘরে ১০০ শতাংশ নোট ফিরে আসেনি। আরবিআই সূত্রের খবর, ১৯ মে ২০২৩ পর্যন্ত বাজারে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ২০০০ টাকার নোট চালু ছিল। যার মধ্যে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকা ফিরে এসেছে আরবিআইয়ের হাতে। অর্থাৎ বাজারে পড়ে রয়েছে মাত্র ১৪ হাজার কোটি টাকার ২ হাজারের নোট। অর্থাৎ সিংহভাগ নোট রিজার্ভ ব্যাংকের ঘরে ফিরেছে। যে সামান্য নোট এখনও ফেরা বাকি, সেটার জন্যই সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়ানো হল। অর্থনৈতিক মহলের ধারণা, সামান্য যে টাকাটা ব্যাংকে ফিরতে বাকি সেটাও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাংকে ফিরে আসতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংক জানিয়ে দিয়েছে, আগামী সাতদিনও ওই আগের শর্তে অর্থাৎ একবারে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বদল করা যাবে।

দিল্লিতে লুকিয়ে আইএস জঙ্গি, চলছে জোর তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর: রাজধানী দিল্লির রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদীরা। সতর্ক করল দিল্লি পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের ধরার জন্য এক বড় মাপের অনুসন্ধান অভিযান শুরু করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও। পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের নাম, মহম্মদ শাহনওয়াজ আলম ওরফে সফিউজ্জামা ওরফে আবদুল্লাহ, রিজওয়ান আবদুল হাজি আলি এবং আবদুল্লাহ ফৈয়াজ। পুনের আইএসআইএস মডিউল মামলায়, তাদের সন্ধান করছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ। এই মামলায় দিল্লির যোগ আছে, জানতে পারার পরই এই অনুসন্ধান অভিযান শুরু হয়েছে। তিন জনের প্রত্যেকের নামে ৩ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

গত জুলাই মাসে পুনেতেই পুলিশ হেপাজত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল মহম্মদ শাহনওয়াজ আলম ওরফে শফি উজ্জামা। ১৭ জুলাই গভীর রাতে পুনের কোথরুদ এলাকায় এক মোটরসাইকেল চুরি করতে গিয়ে পুনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সে। তাকে জেরা করার জন্য হেপাজতে নিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু, সে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে পুলিশ, ইমরান এবং ইউনুস নামে শাহনওয়াজের দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছিল। জেরার সময় তারা এমন কিছু কথা বলেছিল, যা থেকে পুলিশের সন্দেহ হয়, তাদের সঙ্গে আইআইএস জঙ্গি গোষ্ঠীর কোনও যোগ রয়েছে। পরে এনআইএ এই মামলার তদন্ত শুরু করে। তাদের তদন্তে আইএসআইএস গোষ্ঠীর সঙ্গে যুবকদের সংযোগের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহনওয়াজ পেশায় একজন খনি ইঞ্জিনিয়ার ছিল। পুনে থেকে সে পালিয়ে দিল্লিতে চলে এসেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লিতে এক ভুয়ো পরিচয়ে বসবাস করছিল। অন্য দুই সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে আবদুল্লাহ ফৈয়াজের পুনের কোন্ধওয়া এলাকায় একটি ডায়পারের দোকান ছিল। যার জন্য সে ডায়পারওয়ালা নামেও পরিচিত। তবে, সেই দোকানে আসলে বিস্ফোরক যন্ত্র তৈরি ও পরীক্ষার গবেষণাগার চলত। অপর জঙ্গি, দিল্লিরই বাসিন্দা। রিজওয়ানের বাড়ি মধ্য দিল্লির দরিয়াগঞ্জে। এনআইএ আরও জানিয়েছে, আইআইএস-এর পুনে মডিউলের সদস্যদের লক্ষ্য ছিল ভারতে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

খালেদা জিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক, বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি পরিবারের

ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি খালেদা জিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ৭৮ বছর বয়সি খালেদা জিয়া গত ৫০ দিন ধরে রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি। তাঁর চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিবার। এই জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেলেই খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হবে বলে গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে। তিনি লিভার সিরোসিসে ভুগছেন। পরিবার তাকে জার্মানিতে নিয়ে যেতে চায়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরের হাসপাতালগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার ছোট ভাই মেজর (অব.) সাঈদ ইস্কান্দারের তরফে জানা যায়, ২৫ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আবেদন করা হয়েছে। পরিবার বলছে তাকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করতে হবে। সৈয়দ ইস্কান্দার বলেন, আমরা মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া আশা করছি। খালেদা জিয়ার জরুরি ভিত্তিতে অত্যাধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। এই চিকিৎসা শুধুমাত্র বিদেশে পাওয়া যায়।

তিনি গুরুতর অসুস্থ এবং তার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সহ অবিলম্বে উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এটা সম্ভব নয়। লিভার সিরোসিসের কারণে তার হার্ট ও কিডনিতে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সে শ্বাস নিতে পারছে না। পেট সংক্রান্ত সমস্যা বেড়েছে। খালেদা জিয়ার জীবন সঙ্কটজনক। অবিলম্বে খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মির্জা ফখরুল সম্প্রতি ঢাকায় জার্মান দূতাবাসের চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স জ্যান রল্ফ জানোস্কির সঙ্গে দেখা করেন। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পেয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

ভারী বর্ষণে নিউইয়র্ক সিটিতে বন্যা, জরুরি অবস্থা জারি

নিউইয়র্ক, ৩০ সেপ্টেম্বর: প্রবল বৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। এতে শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক, স্কুল, সাবওয়ে স্টেশন-সহ অনেক অঞ্চল তলিয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে শহরটিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। বন্যায় আটকে পড়া মানুষদের উঁচু এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার লাগার্দিয়া বিমান বন্দরের একটি টার্মিনাল বন্ধ রাখা হয়। এছাড়া শহরের অনেক সাবওয়ে, রাস্তাঘাট ও প্রধান সড়ক পানি তলিয়ে গেছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একদিনে প্রায় ৮ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪৮ সালের পরে এটি ছিল রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি। ব্রুকলিনে এক মাসে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তা মাত্র তিন ঘণ্টায় হওয়ায় শহরের এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির প্রধান জলবায়ু কর্মকর্তা রোহিত আগারওয়ালা এক

সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার ধরণটি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল। দুঃখজনক বাস্তবতা হল, আমাদের অবকাঠামো যতটা নিতে পারবে জলবায়ু তার চেয়ে অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হচুল শুক্রবার সকালে নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড এবং হাডসন ভ্যালিতে বন্যার সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। সেখানের বাসিন্দাদের তিনি সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শহরের অবস্থা বিপজ্জনক এবং জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। এদিকে বন্যার কারণে বিভিন্ন সাবওয়ে লাইনের পাশাপাশি মেট্রো উত্তর কমিউটার ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথোরিটি। শহরের অন্তত চারটি সাবওয়ে লাইন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আংশিক স্থগিত করা হয়েছে আরও ১২টি লাইন। বিভিন্ন সড়ক বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ। নিউইয়র্কে মূলত সপ্তাহখানেক ধরেই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, নিউ ইয়র্ক সিটিতে এই মাসে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে। আর ১৮৮২ সালের পর থেকে এটি সবচেয়ে আর্দ্র সেপ্টেম্বরে পরিণত হয়েছে।

OFFICE OF THE
DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK PIRTALA,
MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 03(2ND CALL)/DGP/15th FC/2023-24, Dated: 29-09-2023. The last date for online submission of tenderis 12-10-2023 (Thusday) up to 15:00 Hours. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

HOOGHLY-CHINSURAH MUNICIPALITY
Notice inviting e-Tender
e-Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/Gen/NIT3/9e/23
Memo No. 3664/Gen
Date: 29/09/2023
e-Tenders are invited from manufacturer/ suppliers for the Procurement of Tower Server and Conversion of Financial Accounting (Pourohisab) Data under this municipality vide Tender ID No. 2023_MAD_581547_1. Closing date of Bid submission is 13.10.2023 up to 18.00 hours. Detailed information will be available from General/ Establishment Dept. of this Municipality and bidding website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY
RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 1483/RM
Date – 30.09.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-13e/2023-24/SL1
Tender ID : 2023_MAD_582029_1
Name of the work:Annual operation and Maintenance along with necessary minor repairing (as per need) of existing CCTV surveillance Systems with Manpower within Municipal Area (outdoor jurisdiction of Municipality), Municipal office complex,Radha Rani Seva Sadan,Aheli,Totini Reception Houses,one(1) electrical Crematorium and three(3) Nos. OHR within Ranaghat Municipality, Last Date of Submission of Bid : 13/10/2023. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Koshaldev Bandyopadhyay
Chairman
Ranaghat Municipality

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT-51/23-24 & Tender Id. 2023_MAD_ 581455_1, WBMAD/ CM/ CCRD/ PWD/ NIT-35/23-24 & Tender Id. 2023_MAD_ 581021_1 for construction of roads. For further information please visit www.wbtenders.gov.in

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT-47/23-24 & Tender Id- 2023_MAD_ 582165_1 for repairing of road. For further information please visit www.wbtenders.gov.in

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
NOTICE
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), লখনউ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে টেন্ডার লট অনুযায়ী ই-নিলাম ব্যবস্থায় অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন বারহনি স্টেশনের নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে ৫ বছরের মেয়াদে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) ১৬.১০.২০২৩ তারিখে বেলা ১টায় খোলা হবে এবং বন্ধ হবে ১৬.১০.২০২৩ তারিখে বেলা ১.৩০টায়। সংশ্লিষ্ট টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। ইএমডি এবং টেন্ডার ফি আদায়দানের বিস্তারিত মতে অনলাইনে সংশ্লিষ্ট www.ireps.gov.in (ই-অকশন মডিউল) মাধ্যমে আদায় দিতে হবে। অন্যান্য বিস্তারিত পাওয়া যাবে www.ireps.gov.in (ই-অকশন মডিউল)।
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং : Catg-LJN-BNY-GMU-30-23-1
স্টেশন : বারহনি, প্ল্যাটফর্ম নং : ০১, স্থান : প্ল্যাটফর্ম নং -০১, এবং স্টল নং-০২, ক্যাটাগরি : সাধারণ, নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময়: তারিখ ১৬.১০.২০২৩, সময় : বেলা ১.৩০টায়।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার / কমার্শিয়াল, সিপিআরও/বাণিজ্য-১৩৮ লখনউ
কখনও ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 06 nos. (NRM) schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from 30/09/2023 to 13/10/2023. Vide NIT- 06/ PMKSY-WDC 2.0/ 04 /Jhalda-II-NRM /2022-23.-24
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit www.wbtenders.gov.in
Assistant Director of Agriculture
Jhalda II Block, & PIA,
Sahahar-Mamudih Watershed
Purulia

Somaspur-I Gram Panchayat
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2023_ZPHD_581356_1	05.10.2023 06:55 PM

For details visit website https//wbtenders.gov.in, for any other query please visit the office of undersigned in working hours.
Sd/- Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat

Simlapal Gram Panchayat
P.O.- Simlapal, Dist.- Bankura
NIT No.: 06/SGP/2023-24 and vide Memo No.: Sim/169, Date: 29.09.2023
It is here invited e-Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for 04 no works (Last Date of Dropping 07.10.2023 at 05:00 PM) will be available from the office of the undersigned in working days and the website www.wbtenders.gov.in / bankura.gov.in and one corrigendum of cancel for NIT- 04 Sl. No. 06 due to wrong BOQ uploading.
Sd/- Pradhan
Simlapal Gram Panchayat

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites Tender for the work of Operation and Maintenance of 9.61 MLD capacity Water Treatment Plant at beside Diamond Harbour Government Polytechnic under Diamond Harbour Municipal area for the period of 36 months including supply of spare parts & all consumable materials required for O&M work. NIT No.:- WBMAD/ULB/DH/WTP/06/322/(e)/23-24, Viz.Memo no.:-K-12(Tender)/A-509/D.H.M. Dated:30.09.2023. For details information contact with Engineering Section, Diamond Harbour Municipality And in the departmental website: http//wbtenders.govt.in
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-556/2023-24(Sl No.: 1-10)	16/10/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Finance Officer, Habra Municipality

চোট ভাবনা দূরে সরিয়ে হানঝাউতে সোনায় নজর নীরজ চোপড়ার

হানঝাউ: এশিয়ান গেমসে ভারতের পদক সংখ্যা ১০০ হবে তো? একের পর এক পদক যেভাবে দেশকে দিচ্ছেন ভারতের অ্যাথলিটরা, তাতে ১০০ পদক খুব বেশি দূরে নয়। ভারতের জ্যাভলিন সুপারস্টার নীরজ চোপড়া হানঝাউতে সোনায় ফোকাস করছেন। ২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। এ বার সেই খেতাব ধরে রাখতে চান নীরজ। চলতি বছরে চোট-আঘাত বেশ ভুগিয়েছে নীরজকে। অবশ্য হানঝাউ থেকে নীরজ জানিয়েছেন, এশিয়াডে সোনাতেই নজর তাঁর। চোট নিয়ে বেশি ভাবতে চান না তিনি।

সোনাজয়ী ভারতীয় অলিম্পিয়ান নীরজ চোপড়া চলতি বছরের বেশিরভাগ সময়টা চোট নিয়েই খেলেছেন। চোট থাকা সত্ত্বেও অগস্টে বুদাপেস্ট বিশ্ব মিটে জেতেন নীরজ। তারপর সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখ ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। এ বার নীরজের লক্ষ্য এশিয়াডে সোনার খেতাব ধরে রাখা। হানঝাউ গেমস ভিলেজ থেকে নীরজ বলেন, 'সুইৎজারল্যান্ডে রিহ্যাব এবং অনুশীলন করেছি। তারপর এখানে এসেছি। আমি আশা করি ১০০ শতাংশ দিতে পারব। এবং এশিয়ান গেমস খেতাব ধরে রাখতে পারব।' নিজের চোট নিয়ে নীরজ বলেন, 'চোট নিয়ে এখনও অল্প চাপ রয়েছে। গত বছরও তেমনটা হয়েছিল। আবারও হল। এই বিষয়ে আমাকে যত্ন নিতে হবে এবং তারপর প্যারিস অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অবশ্য অ্যাথলিটদের সঙ্গে এই ধরণের জিনিস ঘটে। বিশেষ করে যাঁরা শীর্ষ পর্যায়ে লড়াই করে। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের সময় লড়তে হয়েছে আমাকে। তারপরও আমি সেরা থ্রো করার চেষ্টা করেছিলাম।'

চোটের কারণে চলতি বছরে সব টুর্নামেন্টে সেরা না দিতে পারলেও ২৫ বছর বয়সী নীরজ এই মরসুমে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি। তিনি বলেন, 'রান-আপে আমার আসল শক্তি গতিতে। কিন্তু এ বার আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই চোটের কারণে অনুশীলনের সময়ও আমি সম্পূর্ণ রান-আপ নিয়ে থ্রো করতে পারিনি। তবুও আমি এই মরসুমে আমার পারফরম্যান্সে খুব খুশি। আমি চাই এই চোট আঘাতের চিন্তা মন থেকে দূর করতে। এবং সেরা পারফর্ম করতে।' অ্যাথলিটরা প্রায়শই চোট পান। কিন্তু তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটাই আসল কাজ। নীরজের কথায়, 'সেরা ক্রীড়াবিদদেরও অল্প-বিস্তর চোট-আঘাত হয়। তা থেকে নিজের মনোযোগ সরাতে হবে।' হানঝাউ গেমস ভিলেজে ক্রিকেটার, শুটার, বিদেশি অ্যাথলিটরা নীরজের সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা করছেন, সেলফি তুলছেন। সোনার ছেলে যে ভারতের গর্ব। তাই এশিয়ান গেমসে ভারতের অন্যতম মধ্যমণি নীরজ।

এশিয়ান গেমসে ফের সোনা ভারতের, মিক্সড ডাবলসে বাজিমাত বোপান্না-রুতুজার

নিজস্ব প্রতিনিধি: একেই বলে প্রত্যাবর্তন। বাস্তবিক পক্ষে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনই ঘটালেন টেনিস তারকা রোহন বোপান্না। এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ডাবলসে বিভাগে শুরুতেই থেমে গিয়েছিল রোহন বোপান্নার দৌড়। টেনিসের মিক্সড ডাবলসে ৪৩-এর রোহন বোপান্না দেশকে এনে দিলেন সোনা। এবারের গেমসে টেনিসে এটাই প্রথম সোনা ভারতের।

রুতুজা ভোশলেকে সঙ্গে নিয়ে বোপান্না শনিবার হারালেন চাইনিজ তাইপের শুয়ো লিয়াং ও হাও হুয়াংকে। একসময়ে পিছিয়ে ছিল ভারতীয় জুটি। সেই জায়গা থেকে দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়ান বোপান্না-রুতুজা। ২-৬, ৬-৩, ১০-৪-এ ম্যাচ জিতে নেয় ভারতীয় জুটি।

এশিয়াডে বোপান্নার এটাই দ্বিতীয় পদক। ২০১৮ সালে জাকার্তায় পুরুষদের ডাবলসে সোনা জিতেছিলেন বোপান্না। তার পাঁচ বছর পরে হাংঝৌয়ে ফের সোনা জিতলেন তিনি। এবারের এশিয়ান গেমসে টেনিস থেকে এটা দ্বিতীয় পদক। রামকুমার রামানাথন এবং সাকেত পুরুষদের ডাবলসে রুপো জেতেন। ফাইনালে চাইনিজ তাইপে জুটির কাছে হার মেনে রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতীয় জুটিকে। এশিয়ান গেমসে রুপো জিতে দিনটা শুরু করেন সরবজ্যোৎ সিং এবং দিব্যা থারিগল। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড বিভাগে রুপো জেতেন সরবজ্যোৎ এবং দিব্যা। এদিন ছিল সরবজ্যোতের জন্মদিন। সেই দিনেই বড় উপহার পেলেন ভারতের শুটার। এদিকে মহিলাদের ৭৫ কেজি বিভাগে ভারতের লভলিনা বরগোঁহাই সেমিফাইনালে পৌঁছে পদক নিশ্চিত করেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে অসমের মহিলা বক্সার হারান দক্ষিণ কোরিয়ার সুয়েওন সিয়ংকে।

রাতারাতি ডিগবাজি, সুর বদলে আপসের রাস্তায় পাকিস্তান বোর্ডের চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাতারাতি ডিগবাজি পাকিস্তানের। দিন কয়েক আগে 'দুশমন মুল্ক' বলে ব্যাপক বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান জাকা আশরফ। সেই তাঁরই ক্রিকেট বোর্ড বাধ্য হয়ে এ বার জারি করল বিবৃতি। তাতে কার্যত ক্ষমার সুরে বলা হয়েছে অনেক কিছু। ভারতের উদ্দেশে অহেতুক মন্তব্য যে চাপে ফেলে দিয়েছে আশরফকে, সন্দেহ নেই। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। গত বুধবার হায়দরাবাদে পা রেখেছেন বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানরা। হায়দরাবাদ পাকিস্তান টিমকে উষ্ণ অভ্যর্থনাও জানিয়েছেন। শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ার্মআপ ম্যাচও খেলেছেন তাঁরা। তারই মধ্যে আশরফের এমন মন্তব্য দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক শুধু নয়, পাকিস্তান টিমের বিশ্বকাপ যাত্রাও কঠিন করে ফেলতে পারে।

পিসিবির তরফে বলা হয়েছে, 'বিশ্বকাপ খেলার জন্য় ভারত সফরে গিয়ে পাকিস্তান টিম দারুণ অভ্যর্থনা পেয়েছে। জাকা আশরফ মনে করেন, এই উষ্ণ অভ্যর্থনাই প্রমাণ করে দুই দেশের জনতার মধ্যে কতটা ভালোবাসা রয়েছে।' আশরফ ডিগবাজি খেলেও বরফ গলবে, এমন মনে করছে না ক্রিকেট মহল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড পিসিবির শীর্ষ কর্তার এমন মন্তব্য কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছে না। রাজনৈতিক সম্পর্কের জেরে দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট আদানপ্রদান বন্ধ দীর্ঘদিন। আইসিসির টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হন ভারত-পাকিস্তান। এ দেশে বিশ্বকাপ খেলতে আসার ব্যাপারে নানা সময় নানা রকম মন্তব্য করেছে পাকিস্তান। তা যে সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে, ভাবেননি ভারতীয় বোর্ডের কর্তারা।

পিসিবি ওই বিবৃতিতে বলেছে, 'হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে পাকিস্তান টিমকে স্বাগত জানাতে গিয়ে যে ছবি তুলে ধরা হয়েছিল, দুই দেশের মানুষ যে কাছাকাছি, প্রমাণ করে। জাকা আশরফ ব্যক্তিগত ভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ভারত এমন সেলিব্রেশনের পরিকল্পনা করার জন্য। আশরফ আরও মনে করেন যে, ভারত-পাকিস্তান যখন মুখোমুখি নামবে তখনও শত্রুতা থাকবে না। বরং দুই দেশের ঐতিহ্যই তুলে ধরা হবে।' পাক ক্রিকেট বোর্ডের কর্তা যাই বলুন না কেন, বাবর-শাহিনরা কিন্তু ভারতে পা রেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। এই টিমের অধিকাংশ ক্রিকেটার প্রথমবার ভারতে এসেছেন। তাঁরা এতদিন যা শুনে এসেছেন আর যা দেখেছেন, তা মেলাতে পারেননি।

ভারত-পাক মহারণে জয়ী টিম ইন্ডিয়া, এশিয়াডে স্কোয়াশ থেকেও এল সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেনিসের পরে স্কোয়াশ থেকেও এল সোনা। শনিবার এশিয়ান গেমসে ভারত ২-১-এ পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা জিতে নেয় স্কোয়াশে। সেই সঙ্গে গ্রুপে হারেরও প্রতিশোধ নিল ভারতীয় দল।

প্রথম গেমে ভারতের মহেশ মানগাওকরকে ৮-১১, ৩-১১, ২-১১-তে হারান পাকিস্তানের নাসির ইকবাল। ১-০-এ এগিয়ে যায় পাকিস্তান। ভারতের হয়ে সমতা ফেরান সৌরভ ঘোষাল। বাংলার ছেলে দ্বিতীয় গেমে ১১-৫,১১-১ ও ১১-৩-এ হারান মহম্মদ আসিমকে। তৃতীয় ম্যাচে অভয় সিংয়ের মুখে মুখি হন নূর জামান। দুই দেশের দুই তারকার দারুণ লড়াই হয়। শেষ মেশ অভয় সিং ১১-৭, ৯-১১,৭-১১, ১১-৯ এবং ১২-১০-এ তৃতীয় গেম জেতেন। আর তার ফলেই চিনের মাটিতে পাকিস্তানকে মাটি ধরিয়ে সোনা জেতে ভারতীয় দল। ফাইনাল গেমে দুটো ম্যাচ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে ছিলেন নূর জামান। কিন্তু দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়ান অভয়। টানা চার পয়েন্ট জিতে ভারতকে জেতান তিনি।

২০১৮ সালে জাকার্তায় ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। পাঁচ বছর পরে হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে স্কোয়াশ থেকে ভারতের ঘরে এল সোনা। এশিয়াডে ১০টি সোনা জেতা হয়ে গেল ভারতের।

প্যারিস অলিম্পিক কোটা ও এশিয়াডে পদক নিশ্চিত লভলিনা-প্রীতির

হানঝাউ: বছর ১৯ এর ভারতীয় বক্সার প্রীতি পাওয়ার ১৯তম এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন। শুধু তাই নয়, প্যারিস অলিম্পিকের কোটাও অর্জন করেছেন প্রীতি। কাজাখ স্তানের বক্সার জাইনা শেকেরবেকোভাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন প্রীতি। অবশ্য শুধু প্রীতি পাওয়ারই নন মেয়েদের বক্সিংয়ে ৭৫ কেজি বিভাগে শেষ চারে পৌঁছে গিয়েছেন ভারতীয় তারকা বক্সার লভলিনা বরগোহাইনও। তিনি পেয়েছেন অলিম্পিক কোটাও। একদিকে লভলিনা পদক নিশ্চিত করলেও ভারোত্তোলনে হতাশ করলেন টোকিও অলিম্পিকে রুপো পাওয়া মীরাবাঈ চানু।

১৯ বছরের প্রীতি এশিয়ান গেমসে বক্সিংয়ে মেয়েদের ৫৪ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে কাজাখস্তানের বক্সাকরে ৪-১ ব্যবধানে হারান। কাজাখ স্তানের বক্সার জাইনা তিন বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। তাঁকে হারাতে খুব বেগ পেতে হয়নি প্রীতিকে। তিনি প্যারিস অলিম্পিকের কোটা অর্জন করা দ্বিতীয় ভারতীয় বক্সার হয়েছেন। অন্যদিকে টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পাওয়া লভলিনা বরগোহাইন প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের বক্সিংয়ে ৭৫কেজি বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার সেওং সুয়েওনকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। একইসঙ্গে লভলিনাও পেয়েছেন প্যারিস অলিম্পিকের কোটা।টোকিও অলিম্পিকে রুপো পাওয়া ভারতীয় ভারোত্তোলক মীরাবাঈ চানু মেয়েদের ৪৯ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন। অবশ্য তিনি ১০০ ফিট ছিলেন না। ফলে তিনি শেষ করেন চার নম্বরে। এশিয়াডে তাঁর থেকে পদকের আশা ছিল। থাই ইনজুরি নিয়ে পারফর্ম করে চানু অবশ্য দেশকে পদক দিতে পারলেন না। স্ন্যাচে চানুর সেরা প্রয়াস ৮৩ কেজি। পরের দুটি প্রয়াসে ৮৬কেজি তোলার চেষ্টা করেন চানু, অবশ্য তা পারেননি। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে চানুর সেরা প্রয়াস ১০৮ কেজি। পরের দুটি প্রয়াসে ১১৭ কেজি তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় তা তুলতে ব্যর্থ হন চানু। মোট ১৯১ কেজি তুলে চতুর্থ স্থানে করলেন তিনি। আপাতত এশিয়ান গেমসের সপ্তম দিনে ভারতে এসেছে দুটি পদক। টেনিসে মিক্সড ডাবলসে এসেছে একটি সোনা এবং শুটিংয়ে মিক্সড ডাবলসে এসেছে একটি রুপো। ভারতের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়াল ৩৫। তাতে রয়েছে ৯টি সোনা, ১৩টি রুপো ও ১৩টি ব্রোঞ্জ।

ভারতে এসে হায়দরাবাদি বিরিয়ানি মটন কারিতে মজেছেন বাবর আজমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: হায়দরাবাদি বিরিয়ানি, মটন কারির সঙ্গে বাটার চিকেন বা ফিশ তন্দুরি। নিজামের শহরে দাওয়াত-ই-মজলিসে মজেছেন বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদিরা। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের মিডিয়া ম্যানেজার এহেসান ইফতিকার নেগি তো সোশ্যাল সাইটে হায়দরাবাদি বিরিয়ানির ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ''ফার্স্ট থিঙ্গস ফার্স্ট। লিভড আপ টু হাইপ''!

পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার হ্যারিস রউফ আবার অনুশীলনের নামার আগে ভারতীয় খাবার নিয়ে বলছেন, ''জবরদস্তখ! মজা আ গেয়াখ।'' বাইশ গজে বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কাউন্টডাউন চলছে। বিশ্বকাপে নামার আগে আপাতত ভারতীয় খানাপিনায় মজে প্রতিবেশি পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। ২০১৬-এর পর ২০২৩। সাত বছরের ব্যবধানে ফের ভারতের মাটিতে পা রাখল পাকিস্তান ক্রিকেট দল। বিমানবন্দরের পা রেখেই যে ভাবে ভারতীয়দের থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পাচ্ছেন পাক তারকারা, তাতে এক কথায় অভিভূত বাবর আজমরা। সলমন আগা বা মহম্মদ নওয়াজের মত প্রথম বার ভারতে আসা পাক ক্রিকেটাররা বলেছেন, ''আমরা আশা করেছিলাম আমাদের ম্যাচে গ্যালারি ভরা থাকবে। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা রেখেই যে ভাবে শুভেচ্ছা আর অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছি, তাতে আমরা অভিভূত।'' যদিও পাকিস্তানের পক্ষে অনুশীলন ম্যাচটা শুক্রবার সুখকর হল না। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচে ৩৪৫ রান তুলেও হারতে হল বাবর আজমদের। ৩৩ বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে জয় তুলে নিল নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তানের অনুশীলন ম্যাচে অবশ্য কোনও দর্শকের প্রবেশাধিকার ছিল না। শুক্রবার হায়দরাবাদ স্টেডিয়ামে দর্শক শূন্য ম্যাচে পাকিস্তানের দলের হয়ে শতরান করেন রিজওয়ান।

বিশ্বকাপে ৬ অক্টোবর পাকিস্তান তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে। ১০ অক্টোবর হায়দরাবাদের মাঠে শাহিন আফ্রিদিদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ১৪ অক্টোবর বিশ্ব ক্রিকেটের মহারণ। আহমেদাবাদে মুখোমুখি হবেন বাবর আজম, বিরাট কোহলিরা। এই ম্যাচের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ক্রিকেট দুনিয়া। ইতিমধ্যে বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্টডাউন।

কোহলি কি আবার বাবা হতে চলেছেন

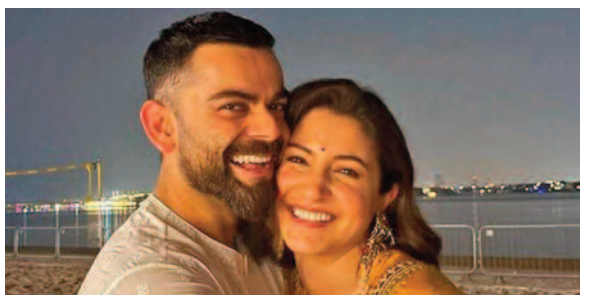

নিজস্ব প্রতিনিধি: একজন ক্রীড়াঙ্গনের, অন্যজন বিনোদনজগতের তারকা। বিরাট কোহলি,আনুশকা শর্মা পরে মিলে গিয়ে হয়েছেন 'বিরুশকা'। ভারতীয় মিডিয়া তাঁদের 'পারফেক্ট কাপল' নামেও ডাকে।

ক্রিকেট আর বলিউডের অন্যতম শীর্ষ দুই তারকা বরাবরই সংবাদকর্মীদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকেন। কোহলি,আনুশকা যেখানেই যান, সেখানেই কোনো না কোনো পাপারাজ্জির দেখা মেলে।

এবার কোহলি,আনুশকার পেছনে ছুটতে গিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যম বের করে এনেছে নতুন তথ্য। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'হিন্দুস্তান টাইমস' এক বিশেষ প্রতিবেদনে দাবি করেছে, আবারও মা,বাবা হতে চলেছেন এই দম্পত্তি। আনুশকা ৬ মাস হলো অন্তঃসত্ত্বা।

গত কয়েক মাস ধরেই আনুশকা নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখছেন। স্বামী কোহলির সঙ্গে সাম্প্রতিক কোনো সফরেও যাননি। সামনে যখন বিশ্বকাপ, কিন্তু আনুশকাকে কোহলির পাশে দেখা যাচ্ছে না, নেই নতুন কোনো বিজ্ঞাপনে, যাচ্ছেন না কোনো অনুষ্ঠানেও। অথচ সর্বশেষ সিনেমা 'চাকদা এক্সপ্রেস',এর শুটিং অনেক দিন আগেই শেষ করেছেন।

তাহলে আনুশকা আড়ালে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতেই কোহলি,আনুশকার পেছনে ছুটেছেন ছবি শিকারিরা। এতেই জানা গেছে নতুন খবর। 'হিন্দুস্তান টাইমস' জানিয়েছে, সম্প্রতি মুম্বাইয়ে একটি প্রসূতি ক্লিনিকের বাইরে বিরাট ও আনুশকাকে দেখা গেছে। সে সময় কোহলি পাপারাজ্জিদের ছবি না তোলার অনুরোধ করেন।

ভারতীয় ব্যাটসম্যান পাশাপাশি নাকি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দ্বিতীয়বার মা,বাবা হতে চলার ঘোষণা তাঁরা শিগগিরই দেবেন। এই কথা বলেই ক্যামেরা এড়িয়ে ঝটপট গাড়িতে উঠে যান। খবরটা এরপরই ছড়িয়ে পড়ে।

সম্প্রতি নিজ বাড়িতে গণেশ পূজা উৎসবেরও শাড়িতে ও ঢিলে ঢালা চুড়িদারে দেখা গেছে আনুশকাকে। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ব্যাপারটি আপাতত গোপন রাখতেই হয়তো পোশাক নির্বাচনে বাড়তি সর্তক ৩৫ বছর বয়সী বলিউড অভিনেত্রী।

২০১৭ সালে ইতালিতে পারিবারিকভাবে বিয়ে করেন কোহলি,আনুশকা। ২০২১ সালে তারকা দম্পতির ঘর আলোকিত করে প্রথম কন্যাসন্তান ভামিকা। তবে ভামিকাকে শুরু থেকেই মিডিয়া থেকে দূরে রেখেছেন। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি পোস্ট করলেও সন্তানের মুখ দেখান না।

তবে গত বছর ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের একটি ম্যাচ চলাকালীন আনুশকার কোলে থাকা ভামিকার ছবি টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। ছবিটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। মেয়ের মুখের ছবি প্রকাশ না করা প্রসঙ্গে কোহলি একবার বলেছিলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের সন্তান ওর পছন্দ,অপছন্দ বুঝে উঠতে শেখা না পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি প্রকাশ করব না।' বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কোহলিকে আপাতত পরিবার থেকে দূরেই থাকতে হচ্ছে। ভারতীয় দলের সঙ্গে কোহলি এখন আছেন গুয়াহাটিতে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**